খানি গ্রন্থ বাহির হইতেছে, সেগুলিকেও ঠিক্ ধর্ম্মগ্রন্থ বলা যায় না। আলোচ্যবর্ষে এতদ্ বিভাগীয় গ্রন্থের মধ্যে মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(ট) বিজ্ঞান—এই শ্রেণীর ১৭ খানি গ্রন্থের মধ্যে ২ খানি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

১। শঙ্কু-নির্ম্মাণ—যোগেশচন্দ্র রায়।

২। পরিমাপপদ্ধতি—শশিভূষণ বিশ্বাস।

(ঠ) ভ্রমণ—এই বিভাগের ১ খানি পুস্তকের মধ্যে ১ খানিই উল্লেখযোগ্য।

এই বিভাগদ্বয়ে যে ১৮ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসমুদয় কেবল স্কুলপাঠ্য, তবে মাসিকপত্রাদির মধ্যে এই এই বিষয়ে যে সমস্ত প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, স্থানান্তরে তাহার তালিকা দিয়াছি। বড়ই পরিতাপের বিষয়, বর্ত্তমান বর্ষে আমাদের ভ্রমণ ও বিজ্ঞান বিষয়ে এক "শঙ্কু-নির্ম্মাণ" ব্যতীত কোন পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। ভারতীয় বিজ্ঞানের বিদ্যুৎ-চমকে একদিন সমুদয় সভাসমাজের জ্ঞানচক্ষুঃ প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। চাষার গান, ঘুমপাড়ান ছড়ায় পর্য্যন্ত তখন বিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইত। সেই ভারতে এখন দুই এক খানা বিজ্ঞানগ্রন্থ প্রকাশিত হইলেই আনন্দিত হইতে হয়! বাঙ্গলাভাষায় বিজ্ঞানগ্রন্থ নাই বলিলেই কোনই হানি হয় না। অথচ তাই বলিয়া বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা বড় কম নয়। এখনকার দিনে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের সংখ্যা বৃদ্ধি নিতান্তই প্রার্থনীয়।

(ড) বিবিধ বিষয়ের ৮২ খানি গ্রন্থের মধ্যে ১২ খানি স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ। বাকী ৭০ খানি গ্রন্থের মধ্যে ১১ খানি উল্লেখযোগ্য—

১। সমাজ ও তাহার আদর্শ—দেবেন্দ্রবিজয় বসু।

২। দেবসমিতি বা সুরলোকে স্বদেশকথা—অম্বিকাচরণ গুপ্ত।

৩। নারী-ধর্ম্ম—গিরিজাসুন্দর চক্রবর্ত্তী।

৪। এস্‌লামের জয়—মীর মসরফ হোসেন।

৫। সমাজ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬। সমূহ— " "

৭। স্বদেশ— " "

৮। বঙ্গে ম্যালেরিয়া—রাজকৃষ্ণ মণ্ডল।

৯। উপসর্গ (বর্ত্তমান যুগের)—উমেশচন্দ্র বসু।

১০। রাজা প্রজা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১১। বিপিনবাবুর বক্তৃতা—উমেশচন্দ্র চৌধুরী।

এই শ্রেণীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বাবুর "সমাজ," 'সমূহ' 'স্বদেশ,' "রাজা প্রজা," দেবেন্দ্রবিজয় বাবুর "সমাজ ও তাহার আদর্শ," এবং 'বিপিনবাবুর বক্তৃতা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এবার বিবিধবিষয়ে অনেকগুলি আজগুবী বই বাহির হইয়াছে। গ্রন্থে সারবত্তা না

থাকিলেও নাম মাহাত্ম্যের খাতিরে নিম্নোক্ত বহিখানির নাম করা গেল—স্বদেশী কেতাব "কোরমা খাবু" ? ১ম ভাগ (কালীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়)। বর্ত্তমানকালে এমন পুস্তকেরও প্রচার হয়!

আর্য্যনীতিবিজ্ঞান—গিরিশচন্দ্র দত্ত।

(ঢ) কাব্য ও কবিতা—এই শ্রেণীর ৪২ খানির মধ্যে ৪ খানির নাম উল্লেখের উপযুক্ত।

১। অনলপ্রবাহ—
২। উদ্বোধন—
} আবুমহম্মদ ইস্মাইল হোসেন।

৩। কুন্দ—কালিদাস রায়।

৪। কথা ও কাহিনী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কাব্যের ভিতর দিয়া প্রতি বৎসরই বাঙ্গলা-সাহিত্যে অনেক আবর্জ্জনার সৃষ্টি হয়, এবারও যে—হয় নাই, তাহা নয়। তবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা কম। গত বৎসর 'জুলিয়াস্ সিজার' ও "মেঘদূত' এই গ্রন্থদ্বয়ের পদ্যানুবাদ বাহির হইয়াছিল। এবার কোন ভাষান্তরের নাম শোনা যায় না।

আলোচ্যবর্ষে বেশী জাতিতত্ত্বের গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। মাত্র দুই খানি উল্লেখযোগ্য।

১। কায়স্থজাতিবিজ্ঞান, ১ম খণ্ড। —বঙ্গীয়ব্রাহ্মণ সভা।

২। কায়স্থকুসুমাঞ্জলি—কালীপ্রসন্ন সরকার।

বঙ্গসাহিত্যের সকল বিভাগেই অল্পবিস্তর কার্য্য হইয়াছে, কিন্তু কোন উল্লেখযোগ্য স্ত্রীপাঠ্য গ্রন্থ আলোচ্যবর্ষে প্রকাশিত হয় নাই। স্ত্রী ও পুরুষের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া যাহাতে স্ত্রীজাতির শিক্ষা হয় এবং তদুপযোগী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, সে বিষয়ে কাহারও কাহা-রও দৃষ্টি রাখিলে ভাল হয়।

গতবর্ষে মোট ৫৪৬ খানি সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়খানি উল্লেখযোগ্য। (কলাবিদ্যাসম্বন্ধে) সঙ্গীত-প্রকাশিকা (১৩০৮)

চিকিৎসা-সংক্রান্ত :—

ভিষক্‌দর্পণ (১৮৯০), চিকিৎসা-প্রকাশ (১৩১৫), সরল হোমিওপ্যাথি (১৯০০), হোমিওপ্যাথি প্রচার (১৩১৪)।

বিবিধবিষয়ে :—

অবসর (১৩১০), আর্য্যভূমি (১৩১৪), আলোচনা (১৩০৩), ইসলাম-প্রচারক (১৩০৭), উদ্বোধন (১৩০৫), উপাসনা (১৩১০), কমলা (১৯০৫), গৃহলক্ষ্মী (১৩১৪), জন্মভূমি (১২৯৯), জাহ্নবী (১৩১১), নব্যভারত (১২৮৯), পথিক (১৩১৪), পন্থা (১৩০৩), পূর্ণিমা (১২৯৯), প্রকৃতি (১৩১৪), প্রবাসী (১৩১৭), ভারতমহিলা (১৩১১), ভারতী (১২৮৩), মহাজন-বন্ধু (১৩১৫), মহাশক্তি (১৩০৯), মহিলা (১৩০৯), মুকুল (১৩০১), যুবক (১৩০৮), রঙ্গপুর শাখা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (১৩১৪), বসুধা (১৩০৭), সাহিত্য (১২৯৬), সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (১৩০১),

সাহিত্য-সংহিতা (১৩১০), সুপ্রভাত (১৩১৪), সুমতি (১৩১২), স্বদেশী, (১৩১১), হিন্দু-সখা (১৩১৫), খৃষ্টীয়-বান্ধব (১৮৮৮), তত্ত্ববোধিনী (পত্রিকা), ধর্ম্ম ও কর্ম্ম (১৩০৭), নববিধান (১২৯১), বেদান্তদর্পণ (১৩১৪), সত্যপ্রকাশ (১৩১৫), বাল্য-সখা (১৩১৫), ভক্তি (১৩১৪), ভাণ্ডার (১৩১১), জগজ্জ্যোতিঃ (১৩১৫), কৃষক (১৩০৬), শক্তি (১৩১৫), সর্ব্বজন-সুহৃদ্ (১৩১৪), শিবপুর-কালেজ-পত্রিকা (১৩১৪), তাম্বুলী-সমাজ (১৩০৬), তারা (১৩১৪), বঙ্গ-দর্শন (১৩০৭), বসুধা (১৩০৮), বামাবোধিনীপত্রিকা (১২৭৫), আর্য্যধর্ম্ম (১৩১৫)।

মাসিকের মধ্যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইহা সর্ব্বপ্রথমে প্রচারিত হয়। এক্ষণে ইহা আদি ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র। ১৮০০ শকে তত্ত্বকৌমুদী প্রচারিত হয়। বর্ত্তমান সাময়িক পত্রিকার মধ্যে যেগুলি দশ বৎসরের অধিককাল পরিচালিত হইয়াছে, নিম্নে তাহাদের নাম ও প্রথম প্রকাশের সময় লিখিত হইল :—

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—১৭৬৫ শাক।
তত্ত্বকৌমুদী—১৮০০ শাক।
বামাবোধিনী পত্রিকা—১২৭০ সাল, ভাদ্র।
ভারতী—১২৮৩, বৈশাখ।
পরিচারিকা—১২৮৫, জ্যৈষ্ঠ।
নব্যভারত—১২৯০, বৈশাখ।
জন্মভূমি—১২৯৭, পৌষ।
সাহিত্য—১২৯৭, বৈশাখ।
ভিষক্‌দর্পণ—১৮৯০ জানুয়ারি।
পুর্ণিমা—১৩০০, বৈশাখ।
হিন্দুপত্রিকা—১৩০১, বৈশাখ।
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—১৩০১, শ্রাবণ।
মহিলা—১৩০২, শ্রাবণ।
প্রদীপ—১৩০৪, পৌষ।
রঙ্গপুর-দিক্‌প্রকাশ—১২৬৬।
ঢাকাপ্রকাশ—১২৬৮
ধর্ম্মতত্ত্ব—১২৭২
হিন্দুরঞ্জিকা—১২৭৪
বর্দ্ধমান-সঞ্জীবনী—১২৮৪
সঞ্জীবনী—১২৮৯
পরিদর্শক—১৮৮৭
বঙ্গবাসী—১২৮৮

সময়—১২৮৯

হিতবাদী—১২৯৮

বরিশাল-হিতৈষী—১২৯৯

চারুমিহির—১৩০০

বসুমতী—১৩০৩

১৩১৫ সালের সাহিত্য-বিবরণ, যতটা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা উপস্থাপিত হইল। বার্ষিক সাহিত্য-বিবরণ বলিতে যাহা বুঝি, তাহার কিছুই ইহাতে দিতে পারা গেল না। যে সকল পুস্তক উল্লেখযোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম, সেগুলি কেন যে উল্লেখযোগ্য, তাহাও প্রকাশ করিতে পারিলাম না। এ বৎসরে যে কয়েকখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেও আমাদের বিবেচনায় যে সকল ত্রুটি দৃষ্ট হইয়াছে, তাহারও বিবৃতি করিতে পারিলাম না। তথাপি সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের উল্লেখে আমার যাহা বক্তব্য, তাহা অতি সংক্ষেপে যতটুকু বলিয়াছি, সাহিত্যিকগণ, সহৃদয়তার সহিত যদি পাঠ করেন *এবং তাহার উদ্দেশ্যের প্রতি অবহিত হন, তাহা হইলেও, এই অসম্পূর্ণ ত্রুটি-বিশিষ্ট বার্ষিক* সাহিত্য-বিবরণ লেখার সামান্য পরিশ্রমও, সার্থক হইতে পারে। আমাদের বাঙ্গলাসাহিত্যে যে কয়টী বিভাগে আজকা'ল সাহিত্যিকেরা লেখনী ধারণ করিতেছেন, সেই কয়টী ছাড়া আর কোন নূতন বিভাগে কাহাকেও হস্তার্পণ করিতে দেখিতেছি না। তবে এইরূপ যে, কেবল যোগ্য ব্যক্তির অভাববশতঃই হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। বঙ্গভাষার প্রতি অশ্রদ্ধাই ইহার মূলীভূত কারণ। আমার এ বিষয়ে আর বলিবার অধিক কিছু নাই। পরিষদ্ বহুকালাবধি কৃতবিদ্য মহাশয়গণকে আবাহন করিয়া আসিতেছেন; আজিও পুনরায় আবাহন করিতেছেন। বঙ্গের কৃতী সন্তানগণ বঙ্গ-ভাষার সেবার জন্য অগ্রসর হউন। আগামী বর্ষে সাহিত্য বিবরণী উপস্থিত করিবার সময়ে তাঁহাদের নাম কীর্ত্তন করিয়া যেন ধন্য হইতে পারি।

শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ।

রাজা অনঙ্গভীমদেবের সময়ে উৎকীর্ণ চাটেশ্বর-লিপি

(শিলাফলকের ছবিসহ)

কটকজেলার পদ্মপুর পরগণার অন্তর্গত কৃষ্ণাপুর গ্রামে চাটেশ্বর শিবমন্দির অবস্থিত। ঐ মন্দিরগাত্রে প্রবন্ধোল্লিখিত শিলালিপি খানি উৎকীর্ণ ছিল। কটক নগর হইতে ১২ মাইল উত্তরপূর্ব্বে গমন করিলে কটক চাঁদমারী রাস্তার ২ মাইল উত্তরে এই মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরটী তৎপার্শ্বদ্বয়ে স্থাপিত কৃষ্ণরাধিকা ও পার্ব্বতীমন্দির অপেক্ষা কিছু বর্দ্ধিতায়তন এবং অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। উক্ত মন্দিরদ্বয়ের স্থাপত্যনিদর্শনই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। খৃষ্টীয় ১২শ বা ১৩শ শতাব্দীতে উড়িষ্যার বিভিন্নস্থানে যে শ্রেণীর মন্দিরসমূহ স্থাপিত হয়, এই চাটেশ্বর মন্দির স্থাপত্যসৌন্দর্য্যে ও সৌসাদৃশ্যে তাহারই অনুরূপ এবং তৎসমকালে বিনির্ম্মিত বলিয়া পরিগৃহীত।

সমগ্র মন্দিরটী বউলমাল পাথরে গঠিত। ইহাতে শিল্পীর শিল্পবিদ্যার পরিচায়ক চিত্রশিল্পের পরাকাষ্ঠাপূর্ণ নিদর্শন নাই ; এক কথায় গড়নটা সাদামাটা বলিলেও চলে। তবে ইহাতে পূর্ব্বসৌন্দর্য্যের সমৃদ্ধিজ্ঞাপক যাহা কিছু পরিলক্ষিত হইতেছে কালে জলবায়ুর প্রকোপে ও জীর্ণসংস্কারে তাহা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে।

এই সুবৃহৎ মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগ গাঢ় অন্ধকারপূর্ণ, আলোকপ্রবেশের জন্য একটী সামান্য জানালা মাত্রও নাই। ভক্তগণ এখন আর এই মন্দিরে পূজা দিতে আসে না। তাহাদের ঔদাসীন্যবশতঃই এই নির্জ্জন পরিত্যক্ত মন্দির এক্ষণে বাদুড়কুলের নিরাপদ বাসভূমিতে পরিণত হইয়াছে। মন্দিরের গর্ভগৃহে একটী সুগভীর গর্ত্ত মধ্যে লিঙ্গমূর্ত্তি নিরন্তর জলমগ্ন আছেন ; কেবলমাত্র উৎসবের সময় জল ছেঁচিয়া ফেলা হইলে, চাটেশ্বরলিঙ্গ সাধারণের দৃষ্টিপথে পতিত হন।

বর্ত্তমান সময়ে, কৃষ্ণাপুরগ্রামে যে মুষ্টিমেয় লোকের বসতি আছে, তাহারা দেবদেব চাটেশ্বরের ভক্ত ও পূজক, এই কারণে 'ভোপা' নামে পরিচিত। পূর্ব্বে চাটেশ্বর-মন্দিরের ব্যয়ভারবহনোপযোগী অনেক দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল। দেবসেবকগণ উহার অধিকাংশ সম্পত্তি বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়ায় বা নষ্ট করায়, মন্দিরের আয় অনেক কমিয়া গিয়াছে এবং সেই কারণেই আর পূর্ব্ববৎ সমারোহে দেবপূজা ও উৎসবাদি সম্পন্ন হয় না। এক্ষণে দেবমন্দিরের পূজানির্ব্বাহের জন্য বৎসরে ৩০০ 'ভরণ' ধান্য নির্দ্দিষ্ট আছে ; এতদতিরিক্ত দেবসম্পত্তির মধ্যে যে একহাজার বিঘা মাত্র ভূমি বিদ্যমান আছে। তাহার রাজস্ব হইতেই বৎসরের সকল ব্যয়াদি নির্ব্বাহিত হয়। শিবরাত্রি পর্ব্বে এবং কার্ত্তিকী চতুর্দ্দশীতে এখানে দুইটী মেলা হয়, ঐ মেলার সময়ে বহু তীর্থযাত্রী এখানে দেবদর্শনে আসিয়া থাকেন। তাঁহাদের উপহারাদি হইতেও দেবপূজাদির অনেক সাহায্য হইয়া থাকে।

চাটেশ্বর লিঙ্গের উৎপত্তি ও মন্দিরপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে নিম্নোক্ত কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, যেখানে এখন দেবমন্দির বিরাজমান, ঐ স্থানে একসময়ে একটী দীর্ঘিকা ছিল, উহারই পার্শ্বদেশে একজন গ্রাম্য গুরুমহাশয়ের ক্ষুদ্র চাটশালা ছিল, ঐ থানে বসিয়া তিনি পড়ুয়াদিগকে শিক্ষাদান করিতেন। প্রবাদ, স্বয়ং মহাদেব বিদ্যা অধ্যয়নমানসে ঐ চাটশালায় চাট (বালক) রূপে আসিয়া সমুপস্থিত হন। তিনি বালকবৃন্দের সহিত একযোগে বিদ্যাভ্যাস করিতেন। ছাত্রগণ সাধারণতঃ দরিদ্র ছিল, গুরুমহাশয় পুনঃ পুনঃ বেতনের জন্য ছাত্রদিগকে পীড়ন করিতেন, কখন কখন তিনি তাহাদের পিতামাতার নিকট বেতন-প্রাপ্তির অনুযোগ করিয়া পাঠাইতেন; কিছুতেই তিনি সময়মত বেতন প্রাপ্ত হইতেন না। কিন্তু চাটরূপী মহাদেব গুরুমহাশয়ের চাহিবার পূর্ব্বেই স্বীয় বেতন পরিশোধ করিয়া দিতেন। তিনি গুরুমহাশয় কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইলেও. কখন স্বীয় পিতামাতার পরিচয় দিতেন না। বালক কেন স্বীয় পিতামাতার পরিচয় প্রদান করিতে কুণ্ঠিত এবং কিরূপেই বা সে সকলের পূর্ব্বে স্বীয় বেতন পরিশোধ করিতে সমর্থ, এ বিষয় জানিতে কুতূহলী হইয়া একদিন গুরুমহাশয় সন্ধ্যাকালে পাঠশালা হইতে গৃহাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত ঐ বালকের পশ্চাদনুসরণ করেন। গুরুমহাশয় দেখিলেন, বালক ক্রমশঃই ঐ দীর্ঘিকাতটে উপস্থিত হইল এবং অকস্মাৎ লম্ফপ্রদান করিয়া উক্ত তড়াগের গভীর জলে নিমগ্ন হইয়া গেল। তিনি বিস্ময় বিহ্বলনেত্রে বালকের এই অলৌকিক ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া কিছুকালের জন্য তথায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। পরে তিনি এই নৈসর্গিক ব্যাপারের গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটনচিন্তায় আত্মবিস্মৃত হইয়া ধীরে ধীরে স্বীয় চাটশালায় ফিরিয়া আসিলেন। ঐ রজনীতেই গুরুমহাশয় স্বপ্ন দেখিলেন, স্বয়ং মহাদেব তাঁহার সমক্ষে আসিয়া বলিতেছেন, "আমি আমার মহত্ত্ব প্রকাশার্থে এতদিন তোমার নিকট পড়ুয়া (চাট) ছিলাম, এক্ষণে তুমি জগদ্বাসীর নিকট আমার নাম ঘোষণা কর। অদ্য হইতে আমি জগতে চাটেশ্বর নামে প্রথিত হইব।"

এই অপূর্ব্ব ঘটনার পর হইতে, যে সকল ছাত্র ঐ গুরুমহাশয়ের চাটশালায় বিদ্যা-ধ্যয়নার্থ সমুপাগত হইয়াছিল, তাহারা দেবদেবের কৃপায় কয়েকজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরূপে ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। কালক্রমে ঐ পুণ্যস্থানের খ্যাতি উৎকলরাজের কর্ণগোচর হয়। তিনি দেবদেবের পুণ্যভূমি ও নিকেতনস্বরূপ ঐ পুষ্করিণী মৃত্তিকাপূর্ণ করিয়া তদুপরি দেবদেবের উদ্দেশে একটী সুবৃহৎ ও সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তদভ্যন্তরে বর্ত্তমান চাটেশ্বর লিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং মন্দিরের পূজাদি ব্যয়নির্ব্বাহার্থ বহু সম্পত্তি দিয়া যান।

এই মন্দির মধ্যেই আমরা উৎকলাধিপ ২য় অনঙ্গভীমের সময়ে উৎকীর্ণ উপরিউক্ত শিলা-লিপি দেখিতে পাই। পূর্ব্বে মন্দিরগাত্রে সংলগ্ন ছিল, এখন খুলিয়া রাখা হইয়াছে। আমার প্রিয়বন্ধু মৌদার ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত আর্ত্তত্রাণ মিশ্রের অনুরোধে আমি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ৭ই

মবেম্বর তারিখে চাটেশ্বর মন্দিরে গমন করি। দেবসেবকগণ আমাদের প্রার্থনানুসারে উক্ত খোদিত শিলাফলকখানি আমাদের সম্মুখে আনিয়া মন্দিরের দ্বারদেশে স্থাপন করেন। তখন সন্ধ্যা হয় হয়, তাহাতে ছায়া, তাল করিয়া ফলকখানি পাঠ করা অসম্ভব জানিয়া আমি রজনীর গাঢ় অন্ধকারপ্রবেশের পূর্ব্বে তাড়াতাড়ি একখানি কাগজে পেন্সিল ঘসিয়া উহার একটা ঘসা-ছাপ উঠাইয়া লইলাম। ইহার পর উক্ত ফলকের আর একখানি ছাপ আমার নিকট আসিলে আমি উহার পাঠোদ্ধারে প্রবৃত্ত হই। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মৎপ্রণীত বিশ্বকোষ অভিধানে 'চাটেশ্বর' শব্দে সর্ব্বপ্রথমে এই ফলকের উল্লেখ মাত্র করিয়াছিলাম। তৎপরে ১৮৯৬ সালের এসিয়াটিক সোসাইটীর ৬৬ ভাগের ৪র্থ সংখ্যার পত্রিকায় ঐ লিপির সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করিয়া প্রকাশ করি। কিন্তু বহুদিন চেষ্টা করিয়াও উক্ত নিতান্ত প্রয়োজনীয় শিলাফলকের একখানি উপযুক্ত প্রতিকৃতি (fascimile) প্রকাশ করিবার সুযোগ ঘটে নাই। তৎপরে গত ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে মহারাজ ময়ূরভঞ্জাধিপের আগ্রহে প্রাচীন শিলালিপি ও তাম্রশাসন সংগ্রহমানসে আর একবার উক্ত গ্রামে উপস্থিত হইবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। এই সময় আমরা উপযুক্ত ফটো লইবার সুবিধা পাইয়াছিলাম। এখন শিলাফলকখানি যেরূপভাবে রহিয়াছে, উড়িষ্যার বহু শিলালিপির ন্যায় এখানিও পাছে শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় ইহার উপযুক্ত আলোকচিত্র সত্বর প্রকাশ করা কর্ত্তব্য মনে করিয়াছি। বিশেষতঃ এই শিলালিপির সহিত বাঙ্গালার ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। লিপিখানি আলোচনা করিলেই সকলে জানিতে পারিবেন। সেই জন্যই বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ উপযুক্ত প্রতিকৃতি সহ উক্ত লিপির উপযুক্ত পাঠ ও অনুবাদ প্রকাশ করিতেছেন।

ঐ প্রস্তরফলকখানি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ৩২·৫″×২২″ ইঞ্চ। অক্ষরগুলির আকৃতি-পরিমাণ ½″×½″। ইহাতে সর্ব্বসমেত ২৫টী পঙ্‌ক্তি আছে। পঙ্‌ক্তিগুলি পাথরের বাম হইতে দক্ষিণ দিক্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, কেবল চারিধারে ১৷৷০ ইঞ্চ পরিমিত স্থান ফাঁক আছে। অক্ষরগুলি প্রাচীন কুটিলাক্ষর। এসিয়াটিক্ সোসাইটীর পত্রিকায় প্রকাশিত মেঘেশ্বর[১] ও ব্রহ্মেশ্বর[২] শিলালিপির বাঙ্গালার অক্ষরের সহিত ইহার সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে।

ভাস্কর নামধেয় জনৈক কবি কর্ত্তৃক এই লিপির প্রশস্তি রচিত হইয়াছে। রাজা ২য় অনঙ্গ ভীমদেবের মন্ত্রী বিষ্ণুকর্ত্তৃক শিবমন্দির (চাটেশ্বর) নির্ম্মাণ-বিবরণ লিপিবদ্ধ করাই ঐ শিলালিপির প্রধান উদ্দেশ্য। ইহার ভাষা সংস্কৃত, লালিত্যপূর্ণ, উজ্জ্বল ও ভ্রমবিরহিত।

বর্ণমালা—ইহাতে অন্ত্যস্থ স্থানে প্রায়ই বর্গীয় 'ব'র ব্যবহার আছে। প্রায় সকল স্থানেই প, ব, অন্ত্যস্থ ব, রেফ্ যোগে দ্বিত্ব ব্যবহৃত হইয়াছে, ২,৩,৪ প্রভৃতি পঙ্‌ক্তিতে এরূপ প্রয়োগ

---

(১) Journal of the Asiatic Society of Bengal, for 1898, Part I, p. 317.

(২) Journal As. Soc. Bengal, Vol, VII, Plate XXIV.

দৃষ্ট হয়। ১৮ পঙ্‌ক্তিতে একটী অদ্ভুত ভ্রম আছে, ঐ স্থলে "যদ্দিগ্‌গজাঃ" স্থলে 'যৎদিগ্-গজাঃ' লিখিত হইয়াছে।

"ওঁ নমঃ শিবায়" শিলালিপির আরম্ভ, তৎপরে মহাদেবের চূড়াবিলম্বিত চন্দ্রের এবং বিষ্ণুর বিলাসনিকেতন সমুদ্রের আরাধনা করা হইয়াছে। তদনন্তর চন্দ্রবংশাবতংস চোড়-গঙ্গের বংশকীর্ত্তিবর্ণনপ্রসঙ্গে (১) চোড়গঙ্গ, (২) তৎপুত্র ১ম অনঙ্গভীম, (৩) তৎপুত্র রাজেন্দ্র (রাজরাজ), এবং তৎপুত্র ২য় অনঙ্গভীম পর্য্যন্ত একটী বংশতালিকা এবং বৎস গোত্রীয় ব্রাহ্মণপ্রবর গোবিন্দ ও 'তুম্মান'* নামক গৌড়াধিপবিজেতা বিখ্যাত সেনাপতি বিষ্ণু নামক মন্ত্রিদ্বয়ের নাম বিবৃত হইয়াছে।

আলোচ্য শিলাফলকের ১৪শ শ্লোকে যে "তুম্মাণ পৃথ্বীপতি"র উল্লেখ আছে, ইনি গৌড়েতিহাসপ্রসিদ্ধ তুঘ্রিল্-ই-তুঘান্ খান্। উক্ত গৌড়পতির সঙ্গী ও সমসাময়িক ইতিহাস-লেখক মিন্‌হাজ্-ই-সরাজ্ লিখিয়াছেন, '৬৪১ হিজরা জীকদের ৬ই তারিখে শানবার মালিক তুঘ্রিল-ই-তুঘান্ খান্ যাজনগর অধিপতিকে শাস্তি দিবার জন্য সসৈন্যে কটাসিনে' আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ... কিন্তু হিন্দুর হস্তে মুসলমানসৈন্য পরাভূত হইলে মালিক ভগ্ন-মনোরথ হইয়া লখণাবতীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং সুলতান আলাউদ্দীন্ ম'সুদ শাহের নিকট সৈন্যসাহায্য প্রার্থনা করিয়া শরফ্-উল্ মুল্‌ক্‌কে পাঠাইয়া দিলেন। ... এ দিকে এই বর্ষেই (৬৪২ হিজ্‌রা) যাজনগরপতি কটাসিন্ লুণ্ঠনের প্রতিশোধ লইবার জন্য বহু সংখ্যক হস্তী ও পদাতি লইয়া লখণাবতী অভিমুখে ধাবিত হইলেন। অভিযানকালে যাজনগর সীমা ছাড়াইয়াই হিন্দুসৈন্য প্রথমেই লখ্‌নোর অধিকার করিল। এই যুদ্ধে লখ্‌নোরের শাসনকর্ত্তা ফখ্‌রুল্ মুল্‌ক্ সসৈন্যে প্রাণ উৎসর্গ করেন। তৎপরে হিন্দুসৈন্য লখণাবতীর প্রবেশদ্বারে আসিয়া পৌঁছিল। দ্বিতীয় দিবসে তাহারা সংবাদ পাইল যে (দোয়াব ও অযোধ্যা হইতে) ইস্‌লামসৈন্য আসিতেছে। এ সংবাদ পাইয়া হিন্দুসৈন্য সরিয়া পড়িল।'[২] উক্ত অভিযানকালে যিনি হিন্দুসৈন্যের পরিচালনভার পাইয়াছিলেন, মিন্‌হাজ্ তাঁহাকে রাজজামাতা ও 'সাবন্তর্' নামে পরিচিত করিয়াছেন।[৩] সংস্কৃত 'সামন্তরাজ' শব্দ অপভ্রংশে উৎকলে 'সান্ত্রা' এবং মুসলমান-ঐতিহাসিকের নিকট 'সাবন্তর্' নামে প্রচলিত।

আলোচ্য শিলাফলক হইতে বুঝা যায় যে মন্ত্রিপ্রবর বিষ্ণুশর্ম্মাই তুঘ্রিল্-ই-তুঘান্ খানের

---

* *Tabakat i Nasiri*, pp 710-763 and সংপ্রকাশিত On the copperplate grant of Nrisimha Deva II, in A, S. B. J, Vol LXV, pt. I, pp 233-34. দ্রষ্টব্য।

(১) কটাসিনের বর্ত্তমান নাম 'রাইবণিয়াগড়', উহা মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত।

(২) Raverty's Tabakat i-Nasiri, p 739—740

(৩) ঐ ঐ ঐ p 763.

রাজা অনঙ্গ-ভীমদেবের চাটেশ্বর লিপি

বিরুদ্ধে অভিযানকালে সৈন্যাপত্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এরূপ স্থলে কখনই আমরা তাঁহাকে যাজনগরপতি (২য় অনঙ্গভীমের) জামাতা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। এ দিকে আবার উৎকলাধিপ ২য় নরসিংহদেবের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে ২য় অনঙ্গভীমের পুত্র ২য় নরসিংহদেব রাঢ় ও বরেন্দ্র জয় করিয়া অশেষ কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।[১] এরূপ স্থলে মনে হইতেছে যে গৌড়-আক্রমণকালে উৎকলপতি ২য় অনঙ্গভীমের পুত্র, জামাতা ও মন্ত্রী সকলেই যোগদান করিয়াছিলেন।

মূল

পংক্তি—১ম ওঁঃ নমঃ শিবায়।

স যস্মিন্ মৈনাকঃ স্মরতি জনকক্রোড়ললিতং
যদন্তঃ শ্রীকান্তঃ শ্রয়তি গৃহজামাতৃপদবীম্।
সুরেভ্যস্তস্মস্থব্যসনমনুভূয় ব্যধিত য-
স্স্বধাসত্রং সোয়ঞ্জয়তি সরি-

পং—২ তামেকসুভগঃ॥

তস্মাদভূদ্বিস্ময়মাদধানঃ
কলানিধির্ব্বিশ্ববিলোচনানাম্।
যমর্প্পয়ামাস গুণানুরাগা-
ন্মেত্রে মুরারিম্মুকুটে পুরারিঃ॥ [২]
ভূপাস্তস্মাদ্বভূবুর্ব্বিস্ময়রসমরোদঞ্চদাশ্চর্য্যবীর্য্য-
জ্যো-

পং—৩ তির্জ্জালাবলীঢ়প্রতিভটকরটিস্থানদানপ্রবন্ধাঃ।

যেষাঙ্কীর্ত্তিপ্রবাহৈঃ প্রতিপদমুদয়ৎস্বর্দ্ধনীসঙ্গসৌখ্য-
প্রেঙ্খৎকল্লোলকেলিঃ কলয়তি জলধিস্তানি লীলায়িতানি॥ [৩]
তেষাম্বংশে বিশদযশসা-

পং—৪ ক্ষোড়গঙ্গক্ষিতীন্দ্র-

ব্যাজব্যক্তং নরহরিতনোর্জ্জ্যোতিরাবির্ব্বভূব।

---

(১) বিশ্বকোষ ৫ম ভাগ "গাঙ্গের" শব্দ দ্রষ্টব্য

দর্পোদ্দামদ্বিপমদনদীতীর্থসংন্যাসিনো য-
স্মিন্ত্রিংশেন প্রতিনৃপতয়ঃ প্রাপিতা মোক্ষলক্ষ্মীম্ ॥ [৪]
ধম্মিল্লং করপল্লবে কলিতবান্ প্রাগেব বৈ-

পং—৫ রিশ্রিয়ঃ

স্মেরামর্দ্দতরঙ্গিতেন মনসা নিস্ত্রিংশবল্লীস্ততঃ।
চক্রে বৈরিবধূজনস্তনতটীর্য্যো মুক্তমুক্তাঃ পুরঃ
পশ্চাদুদ্ধুরগন্ধসিন্ধুরমদপ্রস্যন্দিগণ্ডস্থলীঃ ॥ [৫]
যৎকল্লোলিতমণ্ডলাগ্রকুটিলাটোপস্ফু-

পং—৬ রৎসাধ্বসৈ-

র্যদ্বাণপ্রকরপ্রহারতরলৈঃ প্রত্যর্থিভিঃ পার্থিবৈঃ।
চণ্ডাংশোর্দিবি মণ্ডলাগ্রপটলং নির্ভিদ্য তন্মন্যুনা
মন্যে নির্বৃতিগর্ব্বিতৈরনুস্হতো নির্ব্বাণসীমারসঃ ॥ [৬]
আসীৎ সূনুরনঙ্গভীমনৃপ-

পং—৭ তিঃ পুণ্যাতপত্রং ততো

ন স্পৃষ্টঃ কলিকালকল্মষমসীকল্লোললীলায়িতৈঃ।
কোয়ং মন্ত্রকলাপদুর্মদকরিব্যূহং বিহায়ামুনা
শ্রদ্ধামেকপদে নৃপে কলয়তা সাম্রাজ্যমাসাদিতম্ ॥ [৭]
স্বৈরশ্রুতি-

পং—৮ ত্রযগবীভিরুপাস্যমানো

গোবিন্দ ইত্যজনি বৎসকুলে দ্বিজেন্দ্রঃ।
রাজ্ঞঃ ক এষ মহিমা যদসাবনেন
সাম্রাজ্যভারবহনে বিদধে ধুরীণঃ ॥ [৮]
সেবানতপ্রতিমহীপতিকেশপাশ-
শৈবালবল্লিশিখ-

পং—৯ রে নখরাজহংসাঃ।

যৎপাদপঙ্কজগৃহাশ্রমিণঃ স্বপন্তি
রাজেন্দ্র ইত্যজনি তেন ততঃ ক্ষিতীন্দ্রঃ ॥ [৯]

জজ্ঞেহসৌ তমনঙ্গভীমনৃপতিং যস্য প্রতাপানলঃ
জ্বালাসংবলিতৈঃ সুবর্ণশিখরীযাতিদ্রবত্বং

পং—১০ যদি।

আদায়ৈনমহর্নিশং যদি ঘনা মুঞ্চন্তি ধারোৎকরা
নাশাঃ পুরয়িতুং তথাপি বিজয়ী যদ্দানকেলিক্রমঃ॥ [১০]
ত্রৈলোক্যং বিমলীকরোতি যদি তৎকীর্ত্তির্মুর্ধাস্বর্দ্ধুনী
কণ্ঠে চেৎ বিলুঠন্তি

পং—১১ তদ্‌ভণিতয়ো ধিঙ্‌মৌক্তিকানাং স্রজঃ।

যৎপাদাব্জনখদ্যুতিব্যতিকরৈর্ভূষাবিধির্যদ্যভূৎ
প্রত্যর্থিক্ষিতিপালভালফলকে কঃ পট্টবন্ধগ্রহঃ॥ [১১]
তস্মাথ ক্ষিতিপালভালবড়ভীনিদ্রালু-

পং—১২ পাদাঙ্গুলে

বিষ্ণুর্বিষ্ণুরিবাপরঃ কলিতবান্ সাচিব্যমব্যাহতং।
শ্বেতচ্ছত্রশতানি যস্য যশসা নির্ম্মায় কিং ক্রমহে
সাম্রাজ্যং ত্রিকলিঙ্গনাথনৃপতেরেকাতপত্রীকৃতম্॥ [৩২]
যে যাতাঃ শরণং

পং—১৩ রণাঙ্গনশিরস্‌সুন্যস্তশস্ত্রাঃ পুরো

বৈর্বা দুর্দ্দমদোর্ব্বিলাসরসিকৈরুৎখাতখড়্গৈঃ স্থিতম্।
আশ্চর্য্যং যদমীদ্বয়েপি ন চিরাদাসাদ্য বিষ্ণোঃ পদং
প্রাপ্তা নির্ভরনির্বৃতিপ্রণয়িতাং প্র-

পং—১৪ ত্যর্থিনঃ পার্থিবাঃ॥ [১৩]

বিন্ধ্যাদ্রেরধিসীমভীমতটিনী কুঞ্জে তটেম্ভোনিধে-
র্ব্বিষ্ণুর্ব্বিষ্ণুরসাবসাম্বিতি ভয়াচ্চৈতন্দিশঃ পশ্যতঃ।
সাম্রাজ্যং সপরিশ্রমেণ ন তথা বৈখানসানামিদং
বিশ্বং

পং—১৫ বিষ্ণুময়ং যথা পরিণতং ভূস্মাণপৃথ্বীপতেঃ॥ [১৪]

কণ্ঠোত্তংসিতসায়কস্য সুভটানেকাকিনো নিঘ্নতঃ

কিং ক্রমো যবনাবনীন্দুসমরে তত্তস্য বীরব্রতং
যস্যালোকনকৌতুকব্যসনি-

পং—১৬ নাং ব্যোমাঙ্গনেনাকিনা-
মস্বপ্নৈরনিমেষবৃত্তিভিরভূন্নেত্রৈর্ম্মহানুৎসবঃ ॥ [১৫]
সাহস্রাঃ পরিতঃ স্ফুরন্তি হরয়ঃ খেলন্তি যদ্দিগ্‌গজাঃ
প্রেঙ্খন্তিঃ পথিপুণ্ডরীকপটলৈর্দ্দিক্‌চক্রমা-

পং—১৭ ক্রম্যতে।
সম্বাসঃ কটকেষু মৌলিষু পদন্যাসঃ কুলক্ষ্মাভৃতাং
ক্রুদ্ধে(?) যত্র ন কাচিদুৎকলপতেঃ সাম্রাজ্যলক্ষ্মীং কৃতিঃ ॥[১৬]
ক্ষ্মাপীঠং কিয়দম্বরঙ্কিয়দথ স্বঃ সৌধমেতৎ কিয়ৎ
দিক্‌চক্রং কিয়-

পং—১৮ দেতদেব কলয় ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডং কিয়ৎ।
আস্তে যত্র তনোতি যত্র চরণং যত্রেদমামোদতে
যত্র স্বজ্যতি যত্র বা নিবসতি স্বচ্ছন্দমেতদ্‌যশঃ ॥ [১৭]
তপনতনয়ামভ্যাদত্তেবতংসয়িতুং শিবঃ
কুবলয়কুল-

পং—১৯ কণ্ঠোত্তংসেন বিভ্রতি সুভ্রুবঃ।
বিচকিলবনোৎসঙ্গে ভৃঙ্গীবিদনালিনং স্বনং
জগতি জনিতশ্বেতাদ্বৈতে তদা যশোভরিঃ ॥ [১৮]
অনেন পুরুষোত্তমপ্রণয়িনীষু বারান্নিধে-
স্তটীষু ঘটিতাস্তুলাপু-

পং—২০ রুষহেমভূমীভৃতঃ।
বিলাসবসতীশতং কলয়তা বলারাতিনা।
শচীবদনবারিজে তরলিতাঃ স্ম লোলং দৃশঃ ॥ [১৯]
পস্থানং সরসাং শতৈস্তত ইতস্তেনাঙ্কিতা যত্তট-
স্মেরাম্ভোজগভীরগ-

পং—২১ র্ত্তকুহরধ্বস্তাধ্বখেদোর্ম্ময়ঃ।

অন্তঃসৌরভসারশীকরময়ৈঃ পাথেয়ভারৈরমী
মন্দং মন্দমনুব্রজন্তি পথিকানাম্বোধিবেলানিলাঃ ॥ [২০]
আন্বীক্ষিকীকুটিলমৈক্ষত যং কটাক্ষৈ-
র্যস্য ত্রয়ী বদনতা়ত্র-

পং—২২　　রসং চুচুম্ব।
স্বৈরং যদীয়হৃদয়ে বিজহার বার্ত্তা
যং দণ্ডনীতিরপি নির্ভরমালিলিঙ্গ ॥ [২১]
উদগ্রদোষাদপথপ্রবর্ত্তন-
স্খলদ্গতীনি শ্রুতিদৃষ্টিবিভ্রমৈঃ।
চকার তত্র প্রতিপত্তিসম্প-

পং—২৩　　দা-
স্পদং পুরাণানি পুনর্নবানি যঃ ॥ [২২]
কনককলসভারং ভারয়ামাস ভাস্বা-
নজনি রজনিজানিঃ স্ফাটিকঃ পূর্ণকুম্ভঃ।
ধ্বজপটচটুলশ্রীর্যত্র চ ব্যোমগঙ্গা
বিরচিতমমুনেদং ধাম

পং—২৪　　কামান্তকস্য ॥ [২৩]
ত্রিভুবনভয়শান্তিঙ্কর্ত্তুমেকার্ণবস্ত-
প্পলজয়মিব যাবৎ কুর্ব্বতে পর্ব্বতেন্দ্রাঃ।
সদনমিদমুদঞ্চৎফেনপুঞ্জপ্রতিষ্ঠা-
মিহ কলয়তু তাবদ্দীয়তাঞ্চ প্রশস্তিঃ ॥ [২৪]
লোক-

পং—২৫　　শ্চতুর্দ্দশ ন মাতি যশো যদীয়ং
বিদ্যাশ্চতুর্দ্দশ ন তৃপ্যতি যস্য বুদ্ধিঃ।
মন্বন্তরাণ্যপি চতুর্দ্দশ যস্য সূক্তি-
র্ন ম্লানিমেতি স কবিঃ কিল ভাস্করোঽস্যাঃ ॥ [২৫]

অনুবাদ

গিরিরাজসুত মৈনাক যে স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক পিতার সুকোমল ক্রোড়ের বিষয় চিন্তা করেন, প্রলয়কালে ভগবান্ লক্ষ্মীপতি যেখানে পুত্রজামাতৃপদ অবলম্বন করেন, যিনি সুধাসত্র-হেতু সুরগণকর্ত্তৃক মন্থনরূপ বিপদের আশঙ্কায় নিরন্ত ব্যথিত, সেই সরিৎপতি ক্ষীরসমুদ্র জয়যুক্ত হউন। ১

যাঁহার গুণে একান্ত আসক্ত হইয়া মুরারি ও পুরারি যথাক্রমে তাঁহাকে মুকুটে ও নেত্রে বিন্যস্ত করিয়াছেন, সেই বিশ্বজনগণের লোচনবিস্ময়কর কলানিধি চন্দ্র উক্ত ক্ষীরসমুদ্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। ২

যে সকল রাজগণের বহুদূরব্যাপী অত্যাশ্চর্য্য সমরবীর্য্যের উর্দ্ধগতি জ্যোতিঃসমূহদ্বারা প্রতিপক্ষগণের হস্তিশালা পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত এবং যাঁহাদের কীর্ত্তিপ্রবাহ প্রতি জনপদে প্রবাহিত ও উর্দ্ধগামিনী সুরধুনীসঙ্গসুখে স্ফূর্ত্তিহেতু কল্লোলকেলিপরায়ণ জলনিধিও যাঁহাদের ঐ সকল কীর্ত্তিপ্রবাহান্বিত স্থানসমূহের বিষয় ঘোষণা করে, অর্থাৎ সমুদ্র প্রদেশ পর্য্যন্ত যাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপ বিঘোষিত, সেই সকল নৃপতিগণ উক্ত চন্দ্র হইতেই আবির্ভূত হইয়াছেন। ৩

ঐ সকল নির্ম্মলযশাঃ রাজগণের বংশে উদ্ভূত উদ্দামরিপুদর্পে দর্পিত নরহরির তনু হইতে কালবিলম্বে আবির্ভূত জ্যোতিঃস্বরূপ ক্ষিতিপতি চোড়গঙ্গ, যাঁহার অস্ত্রপ্রভাবে প্রতিপক্ষ নৃপতিগণ লক্ষ্মীভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। ৪

যিনি সর্ব্বাগ্রে প্রতিপক্ষ-লক্ষ্মীর বেণীবদ্ধকেশদাম এবং পরে অনাকুলিতচিত্তে প্রফুল্লমনে তাঁহাদের যাবতীয় অস্ত্র-শস্ত্র স্বীয় করতলে আনয়নানন্তর উঁহাদের পুরনারীবর্গের স্তনতট হইতে মুক্তাহারচয় বিচ্যুত এবং গণ্ডস্থল দিয়া উন্মত্তমাতঙ্গমদক্ষরণের ন্যায় অবিরল ধারা প্রজ্বলিত করেন, অর্থাৎ তাঁহাদের রাজ্যলক্ষ্মী গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত এবং সমূলে নিপাত করায় উঁহাদের পুরনারীগণ স্ব স্ব ভূষণ উন্মোচনপূর্ব্বক নিয়ত ক্রন্দন করিতে থাকেন। ৫

প্রতিকূল নৃপতিগণ যাঁহার কুটিলাস্ত্রের দর্পপ্রভাবে নিয়ত সন্ত্রাসিত এবং বাণপ্রহারভয়ে সর্ব্বদা কম্পিত থাকিয়াও তাহাদের যাবতীয় বল প্রদর্শনপূর্ব্বক নির্ত্তেজ প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডমণ্ডলের ন্যায় তাঁহার প্রতিজ্ঞা খর্ব্ব করিতে না পারিয়া সেই মনঃকষ্টে স্ব স্ব দর্পবিসর্জ্জন দিয়া অবশেষে তদীয়ানুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ৯

উক্ত নৃপতি হইতে কলিকল্মষবিরহিত অনঙ্গভীম (১ম) নামক নরপতির জন্ম। ইনি মদমত্ত করিব্যূহ পরিত্যাগ করিয়া কেবল সমকক্ষ ভূপতিবৃন্দের প্রতি ভালবাসা বিস্তার দ্বারা পুণ্যাতপত্র সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। ৭

বৎসগোত্রে গোবিন্দনামে এক ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বকৃত অশ্রুতপূর্ব্ব তিনটী স্তোত্রদ্বারা গোবিন্দদেবের উপাসনা করিতেন। অনঙ্গভীমের এই এক কি মহিমা ছিল যে, তিনি সুদক্ষ জানিয়া গোবিন্দকে সাম্রাজ্য ভারবহনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ৮

তাঁহা হইতে ...জেন্দ্র নামক ক্ষিতীন্দ্র জন্ম পরিগ্রহ করেন, অবিনয়ী প্রতিকূলাচারী নৃপতি-বৃন্দের কেশপাশরূপ শৈবালশিখরে তদীয় নখরাজহংস সর্ব্বদা বিরাজ করিত এবং তাঁহার পদানত ব্যক্তিবর্গমাত্রেই গৃহাশ্রমে থাকিয়া অতিশয় সুখে নিদ্রা যাইতেন।৯

উক্ত ক্ষিতীন্দ্র রাজেন্দ্রের অনঙ্গভীম নামক একটী তনয় জন্মে; ইঁহার প্রজ্বলিত প্রতাপা-নল দ্বারা তরলীকৃত স্বর্ণচূড়পর্ব্বত হইতে মেঘসমূহ ঐ দ্রবভাগ গ্রহণপূর্ব্বক যদি উহা দিবা-নিশি ইঁহাকে বারিধারার ন্যায় প্রদান করিত তাহা হইলেও তাহারা ইঁহার আশা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইত না। কিন্তু তাঁহার এই গ্রহণাতিশয্য তদীয় দানকেলির নিকট সর্ব্বদাই পরাজিত হইত। ১০

ঊর্দ্ধগামিনী স্বর্গঙ্গা ইঁহার কীর্ত্তিপ্রবাহ বহিয়া ত্রিলোককে নির্ম্মল করিতেছেন, তিনি স্বীয় বিশুদ্ধ বাক্যাবলী পরিনির্ম্মিত হারকণ্ঠে ধারণ করিলে, তাহার নিকট মুক্তাহারও ধিক্কার প্রাপ্ত হয়। ইঁহার পদনখজ্যোতির অনুকরণে যদি কোন ভূষাদি প্রস্তুত করা যায়, তাহার নিকট তদীয় প্রতিকূল নৃপালগণের ভালাবলম্বিত অতিরঞ্জিত উষ্ণীষ কোথায় স্থান পাইতে পারে?১১

প্রতিপক্ষ ক্ষিতিপালবর্গের ভালোপরি বিন্যস্তপাদ এই রাজার দ্বিতীয় বিষ্ণুর ন্যায় বিষ্ণু নামক এক সচিব, ইঁহার যশোরাশিদ্বারা শত শত শ্বেতচ্ছত্র নির্ম্মাণপূর্ব্বক, বলিতে কি, তদীয় ত্রিকলিঙ্গ সাম্রাজ্যকে একচ্ছত্র করিয়াছিলেন। ১২

ইঁহার সময়ে এক অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা এই দেখা যায় যে, যে সকল প্রতিপক্ষগণ রণাঙ্গণে অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিত এবং যাহারা অতি বিরুদ্ধভাবে দৃঢ়-বাহুতে খড়্গোত্তলন করিয়া অবস্থান করিত, এই উভয়েই অচিরকাল মধ্যে বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইয়া সংসার যাতনা হইতে মুক্তিলাভ করে; অর্থাৎ খড়্গাধারিগণ সচিবকর্ত্তৃক নিপাতিত এবং শরণাপন্ন ব্যক্তিবর্গ নির্ভয়ে পরিরক্ষিত হইয়া সংসার-ক্লেশ হইতে বিমুক্ত হইত। ১৩

বিন্ধ্যাচলের অন্তর্ব্বর্ত্তিনী ভীমানদীতীরস্থ উপবন হইতে সমুদ্রোপকূল পর্য্যন্ত ভূস্মান পৃথ্বীপতির যাবতীয় সাম্রাজ্য ভয় চকিতচিত্তে সর্ব্বদা যেন দিঙ্মণ্ডলকে ঐ বিষ্ণু ঐ বিষ্ণু বলিয়া এরূপভাবে অনুভব করিত যে, বৈখানসগণ যাবজ্জীবন কঠোর পরিশ্রম করিয়াও জগৎকে সেরূপ বিষ্ণুময় বলিয়া বোধ করিতে পারেন নাই। ১৪

যবনসমরে অস্ত্রসঞ্চালনদ্বারা অসংখ্য সৈন্যসংঘের বিধ্বংসকারী সেনাপতি বিষ্ণুর বীরপণার বিষয় আর অধিক কি বলিব, তাঁহার বীরব্রত সন্দর্শনার্থে স্বয়ং দেবগণ অনিদ্রাবস্থায় নির্নিমেষলোচনে শূন্যমার্গে অবস্থানপূর্ব্বক মহা উৎসব করিতেন। ১৫

যেখানে সহস্রসহস্র গজবাজী স্ফূর্ত্তির সহিত বিচরণ করে, পথিমধ্যে চারিদিকে প্রফুল্ল পুণ্ডরীকদল দিগ্‌দেশ অতিক্রম করিয়া বিদ্যমান থাকে। কুলাচলপর্ব্বতসমূহের সেই সকল সানুপ্রদেশোপরি পরিভ্রমণপূর্ব্বক উৎকলপতির সাম্রাজ্যলক্ষ্মীকে হস্তগত করা কাহারও কার্য্য নহে। ১৬

ভূপৃষ্ঠ, অম্বর-প্রদেশ, স্বর্গসৌধ, এমন কি ব্রহ্মাণ্ডের যে কোন স্থানেই তাঁহার চরণ বিচরণ

করে, তত্তৎস্থানই আমোদিত হয়। পরিত্যক্ত অর্থাৎ যেখান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছেন অথবা যেখানে বর্ত্তমানে অবস্থিতি করিতেছেন, ইহার প্রত্যেক স্থানেই তদীয় যশোরাশি স্বচ্ছন্দভাবে নির্ব্বিঘ্নে বিরাজ করিতেছে। ১৭

তদীয় যশোরাশিদ্বারা জগতের যাবতীয় বস্তু এরূপভাবে শুভ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, স্বয়ং মহাদেব শিরোভূষণার্থ গঙ্গাভ্রমে যমুনাকে মস্তকে ধারণ করিলেন, এইরূপ বিভ্রমবতী মুগ্ধ রমণীগণ কণ্ঠভূষার্থ শ্বেতোৎপল ভ্রমে নীলোৎপল ধারণ এবং ভৃঙ্গবর শতদল ভ্রমে মল্লিকা-ক্রোড়ে উপস্থিত হইয়া গুঞ্জন করিতে লাগিল। ১৮

ইনি পুরুষোত্তমের প্রিয় স্থান সমুদ্রোপকূলে তুলাপুরুষদানার্থ এরূপ কতিপয় সুবর্ণ পর্ব্বত নির্ম্মাণ করেন যে, তাহাতে শত বিলাসভবন সঙ্কলনকারী ইন্দ্রের শচীবদনকমলে তরলীকৃত লোচনাবলীরও চাঞ্চল্য ঘটে অর্থাৎ ঐ সকল সুবর্ণপর্ব্বতগুলি এতই সৌন্দর্য্যশালী ছিল যে, স্বয়ং ইন্দ্র অমরাবতীর অতুল সৌষ্ঠব, এমন কি শচীর মুখরাবিন্দ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া উহাদের উপর দৃষ্টিপাতে সাতিশয় ব্যগ্র হন। ১৯

তিনি পথ প্রস্তুত করিয়া তাহার ইতস্ততঃ অনেকগুলি সরোবর খনন করেন; সমুদ্রতীরবর্ত্তী বায়ু ঐ সরোবরের উর্ম্মিমালা এবং তত্রত্য কুমুদকহ্লার সংস্পর্শে শৈত্যসুগন্ধযুক্ত হইয়া মন্দ মন্দ ভাবে নিয়ত পথিকদিগের অনুবর্ত্তী হয়। ২০

তর্কের কুটিলতা যাঁহার উপর কটাক্ষপাত করে, বেদ যাঁহায় বদনকমল পরিচুম্বন করে, স্মৃতি যাঁহার হৃদয়ে স্বাধীনভাবে বিহার করে এবং দণ্ডনীতি যাঁহাকে নির্ভর আলিঙ্গন করে, (অর্থাৎ তর্ক বেদ, স্মৃতি ও ব্যবহারশাস্ত্রে যাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল)। ২১

উদ্ধতস্বভাববশতঃ যাহারা বিপথগামী হইয়া স্খলিতপদ হয়, তাহাদিগকে যিনি এরূপভাবে শাস্ত্রপথে আনয়ন করেন যে, তাহারা যেন জীর্ণ অবস্থা হইতে নূতনভাবে পরিণত হইয়া অবশেষে প্রতিপত্তিসম্পদ পর্য্যন্তেরও অধিকারী হয়।২২

তিনি এরূপ একটী অত্যুচ্চ শিবমন্দির নির্ম্মাণ করেন যে, তাহাতে সুবর্ণকলস, স্ফটিক-নির্ম্মিত পূর্ণকুম্ভ এবং শ্বেতধ্বজা দানের আবশ্যক ছিল না, কেন না স্বয়ং সূর্য্য, চন্দ্র ও বিদ্যুল্লতা ইঁহারা তিন জনে যথাক্রমে ঐ তিনটী পদার্থের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ২৩

প্রধান প্রধান ধরণীধরগণ যাবৎকালপর্য্যন্ত (সমুদ্র জল হইতে) ত্রিভুবনের শান্তিরক্ষার জন্য সেতু বা বাঁধের ন্যায় অবস্থান করিবে অর্থাৎ যত দিন না স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল একার্ণবীকৃত হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত উক্ত মন্দির এই সংসারে নির্ম্মাণকারীর উদধিফেনপুঞ্জসন্নিভ যশোবিস্তার ও প্রশংসাবাদ রক্ষা করিবে।২৪

চতুর্দ্দশ ভুবন যাঁহার যশের পরিমাণ করিতে পারে না, যাঁহার বুদ্ধি চতুর্দ্দশ বিদ্যাতেও তৃপ্তি লাভ করে না, যাঁহার উপদেশপূর্ণ সুললিত বাক্যাবলী চতুর্দ্দশ মন্বন্তর পর্য্যন্তও অম্লানভাবে অবস্থিত, সেই কবি ভাস্করই এই প্রশস্তির রচয়িতা।২৫

রাশি-বৃক্ষ

দর্শকের	বাঁ দিক্	বাঁ হাত	বাঁ পাশ	বাঁ কাঁধ	ডা'ন কাঁধ	ডা'ন পাশ	ডা'ন হাত	ডা'ন দিক্
ফল আট	ক + চ + ছ + জ	ক + চ + ছ − জ	ক + চ − ছ + জ	ক + চ − ছ − জ	ক − চ + ছ + জ	ক − চ + − জ	ক − চ − ছ + জ	ক — চ — ছ — জ
প্রশাখা চার	ক + চ + ছ		ক + চ — ছ		ক — চ + ছ		ক — চ — ছ	
শাখা দুই	ক + চ				ক — চ			
বীজ এক	ক							

বিশেষ দ্রষ্টব্য

রাশিবৃক্ষের কোনও দুটা ফল যেন সমান না হয়। এরূপ যেন না হয় যে,

চ=ছ+জ, ছ=চ+জ, কিম্বা জ=চ+ছ। কেননা চ=ছ+জ হ'লে ফলে দাঁড়া'বে এই যে,

চ−ছ=জ

−জ=−চ+ছ

সমষ্টি=চ−ছ−জ=−চ+ছ+জ

অতএব ক+চ−ছ−জ=ক−চ+ছ+জ, কিনা বাঁ কাঁধ=ডা'ন কাঁধ দেখ]

আবার ছ=চ+জ হ'লে ফলে দাঁড়াবে এই যে,

চ−ছ=−জ

জ=−চ+ছ

সমষ্টি=চ−ছ+জ=−চ+ছ−জ

অতএব ক+চ−ছ+জ=ক−চ+ছ−জ কি না বাঁ পাশ=ডা'ন পাশ [রাশিবৃক্ষ দেখ]

তেম্নি আবার, জ=চ+ছ হ'লে, ফলে দাঁড়া'বে এই যে,

চ+ছ=জ

−জ=−চ−ছ

সমষ্টি=চ+ছ−জ=−চ−ছ+জ

অতএব ক+চ+ছ−জ=ক−চ−ছ+জ কি না বাঁ হাত=ডা'ন হাত [রাশিবৃক্ষ দেখ]

এই জন্য বলিতেছি যে, চ ছ এবং জ এ তিনটির কোনওটি যেন অপর দুইটির সমষ্টি না হয়,—এটা দেখা চাই সকলের আগে। গোড়া'র তিনটি সংখ্যা ১, ২, ৩ যদি যথাক্রমে চ-ছ-জ'র স্থলাভিষিক্ত হইতে পারিত, তবে খুবই ভাল হইত, কিন্তু তাহা হইতে পারিতেছে না শুদ্ধ কেবল এই জন্য, যেহেতু চ=১, ছ=২, জ=৩ হইলে ফলে দাঁড়ায় জ=চ+ছ, আর, জ=চ+ছ হইলে (যেমন এইমাত্র দেখা গেল) ফলে দাঁড়ায় ক+চ+ছ−জ=ক−চ−ছ+জ কিনা বাঁ হাত=ডা'ন হাত। অতএব যথাসম্ভব নিম্নতম তিনটি অঙ্ককে যদি যথাক্রমে চ-ছ-জ'র স্থলাভিষিক্ত করিতে হয়, তবে ১-২-৩ কে ছাড়িয়া দিয়া ২-৩-৪ কেই তাহা করা কর্ত্তব্য। তাহাই করা হইল, চ-কে করা হইল=২, ছ-কে করা হইল=৩, জ-কে করা হইল=৪ ; আর, তাহাতে ফল দাঁড়াইল এইরূপ :—

ক+চ+ছ+জ=ক+৯

ক+চ+ছ−জ=ক+১

ক+চ−ছ+জ=ক+৩

ক+চ−ছ−জ=ক−৫

ক − চ + ছ + জ = ক + ৫

ক − চ + ছ − জ = ক − ৩

ক − চ − ছ + জ = ক − ১

ক − চ − ছ − জ = ক − ৯ এমতে পাইলাম

ফলাষ্টক

(১) প্রান্তখণ্ড		মধ্য খণ্ড				(২) প্রান্তখণ্ড	
ক + ৯	ক + ১	ক + ৩	ক − ৫	ক + ৫	ক − ৩	ক − ১	ক − ৯

ফলাষ্টকের মাঝের খণ্ডটাকে অপর দুই খণ্ড হইতে বিযুক্ত করিয়া লইয়া পাইলাম

(১) মাঝের চতুর্ব্বর্গ

ক + ৩	ক − ৫	ক + ৫	ক − ৩

আর উহার দুই প্রান্তের দুই ভগ্নখণ্ড একত্র জোড়া দিয়া পাইলাম

(২) প্রান্তের চতুর্ব্বর্গ

ক + ৯	ক + ১	ক − ১	ক − ৯

এই প্রান্তের চতুর্ব্বর্গটার উপাধি দেওয়া হইল, এ-বর্গ।

মাঝের চতুর্ব্বর্গটার উপাধি দেওয়া হইল, ও-বর্গ।

উভয়-সম্বলিত ফলাষ্টকের উপাধি দেওয়া হইল, জোড়াবর্গ।

জোড়াবর্গের অন্তর্ভুক্ত আটটি ফলের নাম দেওয়া হইল, বর্গীয়ফল।

এ বর্গের অন্তর্নিহিত ফল-চারিটার নাম দেওয়া হইল, এ-বর্গীয় ফল।

ও বর্গের অন্তর্ভুক্ত ফল-চারিটার নাম দেওয়া হইল, ও-বর্গীয় ফল।

ষোলোঘরিআ চৌকোণ ভবনের ঘর-পূরণ।

এ বর্গীয় চারিটা ফলের ধাপ সাজাইয়া ষোলোঘরিয়া ভবনে একটা নিম্নমুখী সোপান

গাঁথিয়া তোলা হইল; তথৈব ও বর্গীয় চারিটা ফলের ধাপ সাজাইয়া ঐ ভবনে একটা ঊর্দ্ধমুখী সোপান গাঁথিয়া তোলা হইল। পূর্ব্বেরটা অর্থাৎ নিম্নমুখীটা নীচে নামিবার সোপান; শেষেরটা অর্থাৎ ঊর্দ্ধমুখীটা উপরে উঠিবার সোপান। ক্ষেত্র দেখ :—

নিম্নমুখী সোপান			
ক + ৯			
	ক + ১		
		ক − ১	
			ক − ৯

ঊর্দ্ধমুখী সোপান			
			ক − ৩
		ক + ৫	
	ক − ৫		
ক + ৩			

এই দুই সোপানশ্রেণী নাভিস্থলে পরস্পর কাটাকাটি করিয়া, ডাহিনে বামে হাত পা ছট্‌কাইয়া, ষোলোঘরিআ ভবনের চারিকোণ জুড়িয়া বিরাজমান হওয়াতে, ষোলোঘরিআ ভবনের শ্রী হইল এইরূপ :—

ক + ৯			ক − ৩
	ক + ১	ক + ৫	
	ক − ৫	ক − ১	
ক + ৩			ক − ৯

চাহিয়া দেখ ঐ জোড়া-সোপানের প্রত্যেক দুটা'র চারি-চারিটা ধাপ দুই দুই জোড়া-ফলে পরিগঠিত। নিম্নমুখী সোপানের চারিটা ধাপ—ক±৯, ক±১ এই দুই এ-বর্গীয় জোড়াফলে পরিগঠিত; ঊর্দ্ধমুখী সোপানের চারিটা ধাপ—ক±৩, ক±৫ এই দুই ওবর্গীয় জোড়া-ফলে পরিগঠিত।

ঐ জোড়া-ফলগুলার প্রত্যেক চারিটার অন্তর্ভুক্ত দুই দুইটা বর্গীয় ফল উভয়ে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। "প্রতিদ্বন্দ্বী" বলিতেছি এই জন্য, যেহেতু উহাদের পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ ঘটিবামাত্র উভয়েরই ক্রোড়স্থিত অঙ্ক তৎক্ষণাৎ তোপে উড়িয়া যায়। তা'র সাক্ষী :—

ক+৯	ক+১	ক+৩	ক+৫
ক−৯	ক−১	ক−৩	ক−৫
২ক+০	২ক+০	২ক+০	২ক+০

দ্বন্দ্বীপ্রতিদ্বন্দ্বী'র একত্র-সমাগমের ফল কি হইল—দেখিলে? ক্রোড়ের অঙ্কগুলির শূন্যে পর্য্যবসান!

এটাতো জান' যে, একটা চুম্বক-শলাকা'র দুইমুড়া, ট ঠ, তথৈব, দুই মধ্য-খণ্ড, ড ঢ, উভয়ে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী? এটাও তেম্নি জানা চাই যে, এ-বর্গেরই বা কি, আর ও-বর্গেরই বা কি, কি দুটা বর্গের দুই মুড়ার দুই ফল, তথৈব, দুই মধ্যখণ্ডের দুই ফল উভয়ে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। তার সাক্ষী, এ-বর্গের দুই মুড়ার ক+৯, ক−৯ এ দুটা ফলও যেমন, আর ও-বর্গের দুই মুড়া'র ক+৩, ক−৩ এ দুটা ফলও তেম্নি, উভয়ে

{ ট। ড। ঢ। ঠ }

এ বর্গ

ক+৯	ক+১	ক−১	ক−৯

ও বর্গ

ক+৩	ক−৫	ক+৫	ক−৩

পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। তেম্নি আবার, এ-বর্গের দুই মধ্যখণ্ডের ক+১, ক−১ এ দুটা ফলও যেমন, আর ও-বর্গের দুই মধ্যখণ্ডের ক−৫, ক+৫ এ দুটাও তেম্নি, উভয়ে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। ক্ষেত্র দেখ :—

এ-বর্গীয়		ও-বর্গীয়	
দ্বন্দ্বী	প্রতিদ্বন্দ্বী	দ্বন্দ্বী	প্রতিদ্বন্দ্বী
ক+৯	ক−৯	ক+৩	ক−৩
ক−৯	ক+৯	ক−৩	ক+৩
ক+১	ক−১	ক−৫	ক+৫
ক−১	ক+১	ক+৫	ক−৫

এ-বর্গীয় দ্বন্দ্বী চারিটার প্রতিদ্বন্দ্বী চারিটাতে ধ যোগ করিয়া ঐ ঐ দ্বন্দ্বীর ধ-যুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম দেওয়া গেল ধনান্বিত প্রতিদ্বন্দ্বী; আর ও-বর্গীয় দ্বন্দ্বী-চারিটার প্রতিদ্বন্দ্বী চারিটা হইতে ধ খসাইয়া ঐ ঐ দ্বন্দ্বীর ধ-ভ্রষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম দেওয়া গেল ধনহীন প্রতিদ্বন্দ্বী। ক্ষেত্র দেখ :—

এ-বর্গীয়		ও-বর্গীয়	
দ্বন্দ্বী	ধনান্বিত প্রতিদ্বন্দ্বী	দ্বন্দ্বী	ধনহীন প্রতিদ্বন্দ্বী
ক+৯	ক−৯+ধ	ক+৩	ক−৩−ধ
ক+১	ক−১+ধ	ক−৫	ক+৫−ধ
ক−১	ক+১+ধ	ক+৫	ক−৫−ধ
ক−৯	ক+৯+ধ	ক−৩	ক+৩−ধ

অতঃপর, ষোলোঘরিআ ভবনের নিম্নমুখী সোপানাশ্রিত এ-বর্গীয় দ্বন্দ্বীগুলার প্রত্যেক চারিটার ধনান্বিত প্রতিদ্বন্দ্বীকে, তথৈব, উর্দ্ধমুখী সোপানাশ্রিত ও-বর্গীয় দ্বন্দ্বীগুলার প্রত্যেক চারিটার ধনহীন প্রতিদ্বন্দ্বীকে, ঐ ঐ দ্বন্দ্বীর অব্যবহিত উপরের বা নীচের খালিঘরে ভর্ত্তি করা হইল। অর্থাৎ ক+৯, ক+১, ক−১, ক−৯ এই চারিটা এ-বর্গীয় দ্বন্দ্বীর, ক−৯+ধ, ক−১+ধ, ক+১+ধ, ক+৯+ধ, এই চারিটা ধনান্বিত প্রতিদ্বন্দ্বীকে দ্বন্দ্বী-চারিটা'র অব্যবহিত উপরের বা নীচের খালি ঘরে যথাক্রমে ভর্ত্তি করা হইল। তেম্নি আবার, আর এক দ্বাব দিয়া, ক+৩, ক−৫, ক+৫, ক−৩, এই চারিটা ও-বর্গীয় দ্বন্দ্বীর, ক−৩−ধ, ক+৫−ধ, ক−৫−ধ, ক+৩−ধ, এই চারিটা ধনহীন প্রতিদ্বন্দ্বীকে দ্বন্দ্বী-চারিটার অব্যবহিত উপরের বা নীচের খালি ঘরে যথাক্রমে ভর্ত্তি করা হইল। ক্ষেত্র দেখ—

(১)

এ-বর্গীয় দ্বন্দ্বী-চারিটার উপর-নীচের খালি ঘরে ধনান্বিত প্রতিদ্বন্দ্বী চারিটা'কে বন্দি-করণ।

ক+৯	ক−১+ধ		ক−৩
ক−৯+ধ	ক+১	ক+৫	
	ক−৫	ক−১	ক+৯+ধ
ক+৩		ক+১+ধ	ক−৯

(২)

ঙ-বর্গীয় দ্বন্দ্বী-চারিটার উপর-নীচের খালি ঘরে ধনহীন প্রতিদ্বন্দ্বী চারিটাকে বন্দি-করণ।

ক+৯		ক−৫−ধ	ক−৩
	ক+১	ক+৫	ক+৩−ধ
ক−৩−ধ	ক−৫	ক−১	
ক+৩	ক+৫−ধ		ক−৯

ষোলোঘরিআ ভবনের ঘরপূরণ-কার্য্য হইয়া চুকিল কেমন দেখ নির্ব্বিবাদে। ক্ষেত্র দেখ—

ষোলোঘরিআর জম্‌জমাট্ অবস্থা।

ক+৯	ক−১+ধ	ক−৫−ধ	ক−৩
ক−৯+ধ	ক+১	ক+৫	ক+৩−ধ
ক−৩−ধ	ক−৫	ক−১	ক+৯+ধ
ক+৩	ক+৫−ধ	ক+১+ধ	ক−৯

একটি কার্য্য কেবল বাকি ; কাম-ধেনুটিকে (অর্থাৎ ধ ধেনুকে) দোহন করিয়া রত্নভাণ্ডার পূরণ করিতে হইবে—সেইটি কেবল বাকি। করা হইল তাহা এইরূপে সুনিষ্পন্ন।

প্রথমে পাওয়া হইয়াছিল আটটি মাত্র ফল

ক+৯	ক+১	ক+৩	ক−৫	ক+৫	ক−৩	ক−১	ক−৯

এই আটটি ফল।

তাহার পরে ঐ আটটি ফলের বীজ হইতে ফলাইয়া তোলা হইল নূতন আর আটটি ফল

ক±৯+ধ	ক±১+ধ	ক±৩−ধ	ক±৫−ধ

এই আটটি ফল।

পূর্ব্বার্জ্জিত এবং নবার্জ্জিত এই উভয়বিধ ফলাষ্টক একত্র সংগ্রহ করিয়া পাইলাম সবিস্তরে এইরূপ :—

পূর্ব্বার্জ্জিত ফলাষ্টক	নবার্জ্জিত ফলাষ্টক
ক+৯	ক−৯+ধ
ক+১	ক−১+ধ
ক+৩	ক−৩−ধ
ক−৫	ক+৫−ধ
ক+৫	ক−৫−ধ
ক−৩	ক+৩−ধ
ক−১	ক+১+ধ
ক−৯	ক+৯+ধ

এবং সংক্ষেপে পাইলাম এইরূপ :—

পূর্ব্বার্জ্জিত জোড়াফল	নবার্জ্জিত জোড়াফল
ক$\pm$৯	ক$\mp$৯+ধ
ক$\pm$১	ক$\mp$১+ধ
ক$\pm$৩	ক$\mp$৩−ধ
ক$\mp$৫	ক$\pm$৫−ধ

এখন দেখিতে হইবে দুইটি বিষয়। প্রথম দ্রষ্টব্য এই যে, কোনও নবার্জ্জিত ফল যেন কোনও পূর্ব্বার্জ্জিত ফলের সহিত সমান না হয়। দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য এই যে, কোনও নবার্জ্জিত ফল যেন দোসরা কোনও নবার্জ্জিত ফলের সহিত সমান না হয়। অর্থাৎ এরূপ যেন না হয় যে,

(১) কোনও নবার্জ্জিত ফল = কোনও পূর্ব্বার্জ্জিত ফল।

ক−৯+ধ = ক+৯   অতএব ধ = ১৮

ক−১+ধ = ক+১   অতএব ধ = ২

ক + ৩ − ধ = ক − ৩　　অতএব　ধ = ৬

ক + ৫ − ধ = ক − ৫　　অতএব　ধ = ১০

ক − ৯ + ধ = ক ± ১　　অতএব　ধ = ১০ বা ৮

ক ± ৩ − ধ = ক − ৫　　অতএব　ধ = ৮ বা ২

ক − ৯ + ধ = ক ± ৩　　অতএব　ধ = ১২ বা ৬

ক − ৯ + ধ = ক ± ৫　　অতএব　ধ = ১৪ বা ৪

ক ± ১ + ধ = ক + ৩　　অতএব　ধ = ২ বা ৪

ক ± ১ + ধ = ক + ৫　　অতএব　ধ = ৪ বা ৬

অথবা

(২) কোনও নবার্জ্জিত ফল = দোস্‌রা কোনও নবার্জ্জিত ফল।

ক − ৯ + ধ = ক ± ৩ − ধ　অতএব

$$\text{ধ} = \frac{\text{১২ বা ৬}}{\text{২}} = \text{৬ বা ৩}$$

ক − ৯ + ধ = ক ± ৫ − ধ　অতএব

$$\text{ধ} = \frac{\text{১৭ বা ৪}}{\text{২}} = \text{৭ বা ২}$$

ক ± ১ + ধ = ক + ৩ − ধ　অতএব

$$\text{ধ} = \frac{\text{২ বা ৪}}{\text{২}} = \text{১ বা ২}$$

ক ± ১ + ধ = ক − ৫ − ধ　অতএব

$$\text{ধ} = \frac{\text{৪ বা ৬}}{\text{২}} = \text{২ বা ৩}$$

এইরূপে পাইতেছি যে, ১, ২, ৩, ৪, ৬, ৭, ৮, ১০, ১২, ১৪, ১৮ এই অঙ্কগুলিকে কেবল ধ-স্থানে বসিতে বারণ, তদ্ভিন্ন আর কাহাকেও নহে। অবেই হইতেছে যে ধ-স্থানে বসিবার যোগ্য নিম্নতম অঙ্ক = ৫। অতএব ৫-কেই ধ-এর স্থলাভিষিক্ত করা কর্ত্তব্য। কাজেকাজেই তাহা করা হইবে। কামধেনু দোহন করিয়া ফললাভ করিলাম যথেষ্ট! কি? না ৫ অর্থাৎ পঞ্চগব্য। যাহাই হোক্--আর ভয় নাই—কূলে আসিয়াছি! এখন পাত-তাড়ি গুটিয়ে

ডাঙায় উঠি বেলাবেলি,
ক্ষেত্র দেখ নেত্র মেলি।

পূর্ব্বে পাইয়াছি।			
ক+৯	ক−১+ধ	ক−৫−ধ	ক−৩
ক−৯+ধ	ক+১	ক+৫	ক+৩−ধ
ক−৩−ধ	ক−৫	ক−১	ক+৯+ধ
ক+৩	ক+৫−ধ	ক+১+ধ	ক−৯
এক্ষণে ধ স্থানে ৫ বসাইয়া পাইলাম।			
ক+৯	ক+৪	ক−১০	ক−৩
ক−৪	ক+১	ক+৫	ক−২
ক−৮	ক−৫	ক−১	ক+১৪
ক+৩	ক	ক+৬	ক−৯

ভরা আদর্শ-ক্ষেত্র।				
ক+৯	ক+৪	ক−১০	ক−৩	(৪ক)
ক−৪	ক+১	ক+৫	ক−২	(৪ক)
ক−৮	ক−৫	ক−১	ক+১৪	(৪ক)
ক+৩	ক	ক+৬	ক−৯	(৪ক)
(৪ক)	(৪ক)	(৪ক)	(৪ক)	৪ক

৪৪ পূরণ।			
২০	১৫	১	৮
৭	১১	১৬	৯
৩	৬	১০	২৫
১৪	ক = ১১	১৭	২

ক'কে যদি ধরা যায় = ১২　তবে ইষ্টলাভ হ'বে　৪৮
ঐ　১৩　ঐ　৫২
ঐ　১৪　ঐ　৫৬
ঐ　১৫　ঐ　৬০　ইত্যাদি।

আদর্শ ক্ষেত্রের প্রথম পংক্তির তৃতীয় ঘরটার প্রতি একবার ঠাহর করিয়া দেখিয়াছ কি? ঐ উপরের ঘরটিতে যখনই আমি ক — ১০কে ঢুকিতে দেখিলাম, তখনই বুঝিলাম যে, ক যে ১১ রো'র নীচে নাবিবে তাহার পথ অবরুদ্ধ, আর সেই গতিকে পূরিতব্য সংখ্যা যে ৪৪এর নীচে নাবিবে তাহারও পথ অবরুদ্ধ—যেহেতু ৪৪ = ১১ × ৪।

৩২শের পূরণ পঞ্জিকায় যাহা দেখিতে পাওয়া যায় তাহার দৈবগুণের যতই চামৎকার্য্য হউক্ না কেন—সবগুণ মাটি হইয়াছে একটি দোষে—পুনরাবৃত্তি-দোষে! সত্য কি মিথ্যা—ক্ষেত্র দেখ :—

১	*৮	৯	১৪
১১	১২	৩	৬
৭	২	১৫	*৮
১৩	১০	৫	৪

৮ (ঐ দেখ) একবার বসিয়াছে প্রথম পংক্তির দ্বিতীয় ঘরে, পুনর্ব্বার বসিয়াছে তৃতীয় পংক্তির চতুর্থ ঘরে। এ রকমের অর্দ্ধপক্কগোচের ৩২-পূরণ, আরো গোটা-দুই তোমাকে দিতে পারি :—এই লও একটি

১৩	৮	*১০	১
০	৫	৯	১৮
৪	৭	১১	*১০
১৫	১২	২	৩

এই লও আর একটি (এটা আর এককাটি সরেস)

১২	৪	*৯	৫
২	৬	*৯	১৫
৫	৭	+১০	+১০
১৩	১১	১২	৬

প্রকৃত কথাটা তবে বলি :—তাহা এই যে, ৫৪শের নীচের সংখ্যা যদি পূরণ করিতে হয় তবে অন্য কোন রকমের নূতন একটা প্রণালী খুঁজিয়া বাহির করা আবশ্যক ;—বর্ত্তমান প্রণালীতে তাহা কোন ক্রমেই সংঘটনীয় নহে।

৪৪ এবং ৪৫শের উপরে চতুর্ভাজ্য সংখ্যা যত আছে, তাহারই পূরণের প্রকরণ-পদ্ধতি উপরে প্রদর্শিত হইল। কিন্তু ৪৪শের উপরের কোনও জোড়সংখ্যা যদি চতুর্ভাজ্য (অর্থাৎ divisible by four) না হয়, তবে তাহার পূরণ-প্রণালী স্বতন্ত্র। তাহা কিরূপ তাহা যদি দেখিতে চাও তবে প্রণিধান কর :—

রাশিবৃক্ষের চ'কে ধরা হইল = ½
ছ'কে ঐ ১
জ'কে ঐ ২

(এস্থলে, ধার্য্যীকৃত তিনটি সংখ্যার কোনোটি যে, অপর দুইটির সমষ্টি নহে—এটার প্রতি কটাক্ষপাত করিতে ভুলিও না)। এমতে পাইতেছি

ক + চ + ছ + জ = ক + ৩॥০
ক + চ + ছ − জ = ক − ॥০
ক + চ − ছ + জ = ক + ১॥০
ক + চ − ছ − জ = ক − ২॥০
ক − চ + ছ + জ = ক + ২॥০
ক − চ + ছ + জ = ক − ১॥০

ক − চ − ছ + জ = ক + ॥৹

ক − চ − ছ − জ = ক − ৩॥৹

এমতে পাইলাম :—

	চারি জোড়া বর্গীয় ফল।	চারি জোড়া নবার্জ্জিত ফল।
এ-বর্গীয়	ক ± ৩॥৹	ক ∓ ৩॥৹ + ধ
	ক ∓ ॥৹	ক ± ॥৹ + ধ
ও-বর্গীয়	ক ± ১॥৹	ক ∓ ১॥৹ − ধ
	ক ∓ ২॥৹	ক ± ২॥৹ − ধ

এই ফলগুলি দিয়া যথাবিহিত প্রণালীতে ষোলোঘরিআ ভবনের ঘর সাজাইয়া পাইলাম—

ক + ৩॥৹	ক + ॥৹ + ধ	ক − ২॥৹ − ধ	ক − ১॥৹
ক − ৩॥৹ + ধ	ক − ॥৹	ক + ২॥৹	ক + ১॥৹ − ধ
ক − ১॥৹ − ধ	ক − ২॥৹	ক + ॥৹	ক + ৩॥৹ + ধ
ক + ১॥৹	ক + ২॥৹ − ধ	ক − ॥৹ + ধ	ক − ৩॥৹

অতঃপর ধ-এর মূল্য নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। করা হইল তাহা এইরূপে :—

পূর্ব্বপ্রদর্শিত বিধানমতে দেখা চাই এইটী যে, এরূপ যেন না হয় যে,

(১)

ক − ৩॥৹ + ধ = ক + ৩॥৹ অতএব ধ = ৭

ক − ॥৹ + ধ = ক + ॥৹ " ধ = ১

ক + ১॥৹ − ধ = ক − ১॥৹ " ধ = ৩

ক + ২॥৹ − ধ = ক − ২॥৹ " ধ = ৫

ক − ৩॥৹ + ধ = ক ± ॥৹ " ধ = ৪ বা ৩

ক ± ১॥৹ − ধ = ক − ২॥৹ " ধ = ৪ বা ১

ক − ৩॥৹ + ধ = ক ± ১॥৹ " ধ = ৫ বা ২

ক − ৩॥৹ + ধ = ক ± ২॥৹ " ধ = ৬ বা ১

ক∓॥৹+ধ=ক+১॥৹ অতএব ধ=২ বা ১

ক±॥৹+ধ=ক+২॥৹ " ধ=৩ বা ১

অথবা

(২)

ক−৩॥৹+ধ=ক±১॥৹−ধ অতএব ধ=১ বা ২॥৹

ক−৩॥৹+ধ=ক±২॥৹−ধ " ধ=৩ বা ॥৹

ক±॥৹+ধ=ক+১॥৹−ধ " ধ=১ বা ॥৹

ক±॥৹+ধ=ক+২॥৹−ধ " ধ=১ বা ১॥৹

এমতে পাইতেছি যে, গোটা সংখ্যার মধ্যে ১,২,৩,৪,৫,৬,৭ এই গুলিকেই কেবল ধস্থানে বসিতে বারণ, তা বই, আর কোনোটিকে নহে। তবেই হইতেছে যে, ধ-স্থানে বসিবার যোগ্য নিম্নতম অঙ্ক=৮। অতএব ৮ কেই ধ'য়ের স্থলাভিষিক্ত করা কর্ত্তব্য। তাহাই করা হইল; আর, তা ছাড়া ক'কে ধরা হইল=থ ॥৹।

পূর্ব্বে পাইয়াছি

ক+৩॥৹	ক+॥৹+ধ	ক−২॥৹−ধ	ক−১॥৹
ক−৩॥৹+ধ	ক−॥৹	ক+২॥৹	ক+১॥৹−ধ
ক−১॥৹−ধ	ক−২॥৹	ক+॥৹	ক+৩॥৹+ধ
ক+১॥৹	ক+২॥৹−ধ	ক−॥৹+ধ	ক−৩॥৹

এক্ষণে থ ॥৹ কে ক'এর এবং ৫ কে ধ'এর স্থলাভিষিক্ত করিয়া পাইলাম,

আদর্শ-ক্ষেত্র।			
থ+৪	থ+৯	থ−১০	থ−১
থ+৫	থ	থ+৩	থ−৬
থ−৯	থ−২	থ+১	থ+১২
থ+২	থ−৫	থ+৮	থ−৩

৪৬ পূরণ।			
১৫	২০	১	১০
১৬	খ=১১	১৪	৫
২	৯	১২	২৩
১৩	৬	১৯	৮

খ'কে যদি ধরা যায়=১২ তবে ইষ্টলাভ হবে ৫০
ঐ ১৩ ঐ ৫৪
ঐ ১৪ ঐ ৫৮
ঐ ১৫ ঐ ৬২ ইত্যাদি

এতক্ষণের সাধ্যসাধনার পর দিব্য দুইখণ্ড আদর্শক্ষেত্র আমাদের হস্তগত হইল। দুয়েরই এমুড়া হইতে ওমুড়া পর্য্যন্ত, এপাশ হইতে ওপাশ পর্য্যন্ত, তথৈব, প্রত্যেক দুপাশের একোণ হইতে ওকোণ পর্য্যন্ত সম্প্রস্থত শস্যরাজির পংক্তি সাজানো রহিয়াছে দেখিবে মোট পরিমাণের একটুও ইতস্ততঃ না করিয়া প্রথম ক্ষেত্রটির বপনীয় বীজ ক এবং উৎপাদনীয় ফল ৪ক ; আর, সেইজন্য তাহার নাম দেওয়া হইল ক-ক্ষেত্র, তথৈব তাহার উৎপাদ্য ফলের নাম দেওয়া হইল ক-ফল। দ্বিতীয় ক্ষেত্রটির বপনীয় বীজ খ এবং উৎপাদনীয় ফল ৪খ+২, আর, সেই জন্য তাহার নাম দেওয়া হইল খ ক্ষেত্র, তথৈব, তাহার উৎপাদ্য ফলের নাম দেওয়া হইল খ-ফল। চাহিয়া দেখ :—

ক-ক্ষেত্র।				(৪ক)
ক+৯	ক+৪	ক−১০	ক−৩	(৪ক)
ক−৪	ক+১	ক+৫	ক−২	(৪ক)
ক−৮	ক−৫	ক−১	ক+১৪	(৪ক)
ক+৩	ক	ক+৬	ক−৯	(৪ক)
(৪ক)	(৪ক)	(৪ক)	(৪ক)	(৪ক)

খ-ক্ষেত্র।				(৪খ+২)
খ+৪	খ+৯	খ−১০	খ−১	(৪খ+২)
খ+৫	খ	খ+৩	খ−৬	(৪খ+২)
খ−৯	খ−২	খ+১	খ+১২	(৪খ+২)
খ+২	খ−৫	খ+৮	খ−৩	(৪খ+২)
(৪খ+২)	(৪খ+২)	(৪খ+২)	(৪খ+২)	(৪খ+২)

এখন দেখিতে হইবে এই যে, ফল হইতে বীজ-নিষ্কাশনের প্রকরণ-পদ্ধতি দুই ক্ষেত্রে দুইরূপ, ক-ক্ষেত্রে, $\frac{\text{ক-ফল}}{৪}$ = ক-বীজ ; খ-ক্ষেত্রে, $\frac{\text{খ-ফল} - ২}{৪}$ = খ-বীজ। ইহার দুইটী দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি প্রণিধান করা হো'ক্।

প্রথম উদাহরণ।

৬০ এবং ৭৮ এই দুটা ফল যদি উৎপাদন করিতে হয়, তবে ঐ দুই ফলের বীজ সংগ্রহ করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। ৬০ যেহেতু চতুর্ভাজ্য, এইজন্য উহা ক ক্ষেত্রে উৎপাদনীয় ; আর ৭৮ যেহেতু চতুর্ভাজ্য নহে, এইজন্য ইহা খ-ক্ষেত্রে উৎপাদনীয়। দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে,

$$\frac{৭০}{৪} = ১৫ \quad \text{অতএব ক-বীজ} = ১৫।$$

এটাও তেমি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে,

$$\frac{৭৮ - ২}{৪} = ১৯ \quad \text{অতএব খ-বীজ} = ১৯।$$

এমতে, ক-ক্ষেত্রে ১৫, এবং খ-ক্ষেত্রে ১৯, দুই ক্ষেত্রে এই দুই বীজের চাস করিলেই পূর্ব্বোক্ত ক্ষেত্রে ৬০ এবং শেষোক্ত ক্ষেত্রে ৭৮, এই দুই ফল যথাক্রমে উৎপন্ন হইবে। চাহিয়া দেখ :—

ক-ক্ষেত্র।				৬০ পূরণ।			
ক+৯	ক+৪	ক−১০	ক−৩	২৪	১৯	৫	১২
ক−৪	ক+১	ক+৫	ক−২	১১	১৬	২০	১৩
ক−৮	ক−৫	ক−১	ক+১৪	৭	১০	১৪	২৯
ক+৩	ক	ক+৬	ক−৯	১৮	ক=১৫	২১	৬

খ-ক্ষেত্র।				৭৮ পূরণ।			
খ+৪	খ+৯	খ−১০	খ−১	২৩	২৮	৯	১৮
খ+৫	খ	খ+৩	খ−৬	২৪	খ=১৯	২২	১৩
খ−৯	খ−২	খ+১	খ+১২	১০	১৭	২০	৩১
খ+২	খ−৫	খ+৮	খ−৩	২১	১৪	২৭	১৬

দ্বিতীয় উদাহরণ।

এবারে উৎপাদন করিতে হইবে, ৭৬ এবং ৬২, এই দুটা ফল। ৭৬ যেহেতু চতুর্ভাজ্য, এই জন্য তাহা ক-ক্ষেত্রে উৎপাদনীয়; আর, ৬২ যেহেতু চতুর্ভাজ্য নহে, এইজন্য তাহা খ-ক্ষেত্রে উৎপাদনীয়।

দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে

$$\frac{৭৬}{৪} = ১৯ \quad \text{অতএব ক বীজ} = ১৯।$$

এটাও তেম্নি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে,

$$\frac{৬২-২}{৪} = ১৫ \quad \text{অতএব খ-বীজ} = ১৫।$$

এমতে, ক-ক্ষেত্রে ১৯শের চাস করা হো'ক্, আর, খ ক্ষেত্রে ১৫ যো'র চাস করা হো'ক্; তাহা হইলেই ক-ক্ষেত্রে ৭৬ এবং খ-ক্ষেত্রে ৬২, দুই ক্ষেত্রে এই দুই ফল যথাক্রমে উৎপন্ন হইবে। চাহিয়া দেখ:—

ক-ক্ষেত্র।				৭৬ পূরণ।			
ক+৯	ক+৪	ক−১০	ক−৩	২৮	২৩	৯	১৬
ক−৪	ক+১	ক+৫	ক−২	১৫	২০	২৪	১৭
ক−৮	ক−৫	ক−১	ক+১৪	১১	১৪	১৮	৩৩
ক+৩	ক	ক+৬	ক−৯	২২	ক=১৯	২৫	১০

খ ক্ষেত্র।				৬২ পূরণ।			
খ+৪	খ+৯	খ−১০	খ−১	১৯	২৪	৫	১৪
খ+৫	খ	খ+৩	খ−৬	২০	খ=১৫	১৮	৯
খ−৯	খ−২	খ+১	খ+১২	৬	১৩	১৬	২৭
খ+২	খ−৫	খ+৮	খ−৩	১৭	১০	২৩	১২

নওঘরিআর শূন্যপূরণ

নওঘরিআ ভবনের মাঝের ঘরে রাশিবৃক্ষের বীজ এবং চারিকোণে চারিটা প্রশাখা স্থাপন করা হইল এইরূপে

ক+চ+ছ		ক−চ+ছ
	ক	
ক+চ−ছ		ক−চ−ছ

তাহার পরে উহার চাবিধারের দুই দুই প্রান্তের রাশিসমষ্টিকে ৩ক হইতে কাটিয়া লইয়া ৩ক'এর অবশিষ্ট অংশ ঐ দুই দুই প্রান্তের সন্ধিতে সন্ধিতে স্থাপন করা হইল এইরূপে—

ক+চ+ছ	ক−২ছ	ক−চ+ছ
ক−২চ	ক	ক+২চ
ক+চ−ছ	ক+২ছ	ক−চ−ছ

তাহার পরে চ'কে ধরা হইল ১ আর, ছ'কে ধরা হইল ২ ; এমতে পাইলাম—

আদর্শ-ক্ষেত্র		
ক+৩	ক−৪	ক+১
ক−২	ক	ক+২
ক−১	ক+৪	ক−৩

১৫ পূরণ		
৮	১	৬
৩	ক=৫	৭
৪	৯	২

ক’কে যদি ধরা যায়=৬ তবে ইষ্টলাভ হ’বে ১৮
ঐ ৭ ঐ ·১
ঐ ৮ ঐ ২৪
ঐ ৯ ঐ ২৭ ইত্যাদি।

১৫ পূরণের সাধন-যন্ত্র।

৮	১	৬
৩	৫	৭
৪	৯	২

চূড়া'র মাঝে চন্দ্র থুয়ে ঘোড়ায় চ'ড়ে নাবো হুয়ে ॥
ভর দিয়ে রেকাব জিনে দুই থেকে ওঠো তিনে ॥
চৌগাঁয়ে নেবে পড়' । ঘোড়া রেখে' হাতি চড়' ॥
গজের পিঠে সেজে'বেরিয়ে, ছয়ে যাও পাঁচ পেরিয়ে ॥
সিন্ধুকূলে লাগিয়ে নাও, ঘোড়ায় চ'ড়ে আটে যাও ॥
ঘোড়ার পিঠে চাবুক লাগিয়ে, ন'য়ে নাবো রাশ বাগিয়ে ॥
মত্ত হাতির এড়িয়ে হাত ! ঘোড়ার চালে কিস্তিমাত !!

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

বঙ্গে ম্যালেরিয়া-জ্বরে লোকক্ষয় ও তাহার প্রতিকার

বহু যুগ যুগান্ত হইতে আমাদের এই মাতৃস্বরূপ বঙ্গভূমি যে ধনে ধান্যে, সুখে স্বাস্থ্যে, বীর্য্যে পরাক্রমে, প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালিনী ছিলেন, তাহার নিদর্শন ইতিহাস ও পুরাণে, কাব্য ও সাহিত্যে, কিম্বদন্তী ও গ্রাম্য-গীতিকায় যথেষ্ট পাওয়া যায়। শস্য-

উদ্দেশ্য।

শ্যামলা সুজলা সুফলা মাতৃ-ক্রোড়ে পালিত সেই পূর্ব্বপুরুষদিগের পুণ্যময়ী কাহিনী আলোচনা করিবার জন্য এ প্রবন্ধের অবতারণা নহে; তাঁহাদিগের হীন সন্তানদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থার বিষয় আলোচনা মাত্র উদ্দেশ্য। ভরসা যদি বঙ্গবাসী কোন উপায়ে ভীষণ জ্বররোগ বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত, অথবা তদভাবে দমিত করিয়া আপনা-দিগের অবস্থা উন্নত করিতে পারে। বর্ত্তমান প্রবন্ধ নিম্নলিখিত কয়েকভাগে বিভক্ত হইয়া বিবৃত হইল :—

প্রবন্ধে আলোচ্য বিষয় বিভাগ।

১ম—আমাদের দেশে উত্তরোত্তর লোকক্ষয় হইতেছে কি না, তাহার প্রমাণ সংগ্রহ।

২য়—যদি হইয়া থাকে তাহার কারণ অনুসন্ধান।

৩য়—যে রোগে লোকক্ষয় হইতেছে তাহা দূরীভূত করা যায় কি না।

৪র্থ—ঐ রোগ দমন করিবার জন্য পৃথিবীতে অন্যান্য যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, তাহার ফলাফল, ও বঙ্গে তাহার প্রয়োগ জন্য প্রার্থনা।

প্রথম অধ্যায়—লোকক্ষয় প্রমাণসংগ্রহ।

আপনাপন গ্রাম, জেলা, পরগণা প্রভৃতির অবস্থা পর্য্যালোচনা, আত্মীয়স্বজনদিগের জিজ্ঞাসা ও সংবাদ-সংগ্রহ ইত্যাদি উপায়ে দেশের উন্নতি অবনতির বিষয় অবগত হওয়া যায়।

প্রমাণ সংগ্রহের উপায়।

চিন্তাশীল লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় এপ্রকারে অনুসন্ধান করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল :—

"ইদানীং একশত বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষীয়দের যেরূপ বলক্ষয় ও বীর্য্যক্ষয় ঘটিয়াছে, পূর্ব্বে সহস্র বৎসরেও কোন কারণে সেরূপ কিছুই হয় নাই। বাঙ্গালা দেশীয়েরা'ত এ বিষয়ে একটী অতিমাত্র হীনজাতীয় হইয়া পড়িয়াছে। পঞ্চাশ ষাট বৎসর

অক্ষয়কুমার দত্তের মত।

পূর্ব্বেও এ দেশে যেরূপ বলবান্ লোক বিদ্যমান ছিল, এখন তাহার কিছুই নাই। এ দেশীয় গ্রন্থকারদিগের মধ্যে কেহ যদি স্বদেশীয় পূর্ব্বতন লোকের শারীরিক অবস্থা ও তৎসংক্রান্ত রাজা রঘুরাম, রামচন্দ্র, রাধা গোয়ালা, আশানন্দ ঢেঁকি, রাম-দাসবাবু, তারিণী চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বলিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে পারেন, তাহা হইলে সেই সমস্ত বিষয় লোকের স্মৃতিপথ হইতে একেবারে অন্তর্হিত হয় না। কেবল উপন্যাস লিখিয়া ও যাত্রা করিয়া আয়ুঃশেষ করা কি গ্রন্থ-কারের কার্য্য?

"অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে এদেশীয় লোকের শরীর কোন স্থলে অর্দ্ধ হস্ত কোথাও বা একহস্ত প্রমাণ হ্রস্ব হইয়া পড়িয়াছে। বলবীর্য্যের পরিমাণের ত কথাই নাই। বাঙ্গালাদেশীয় পল্লীগ্রামস্থ পাঠকগণ! নিজ নিজ গ্রাম ও অন্য অন্য পরিচিত স্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিবেন দেখি, ভদ্রলোকের সংখ্যা হ্রাস হইতেছে কি না? ও বংশবিশেষের লোপাপত্তি সম্ভাবনা ঘটিয়াছে কি না? আমি নিজে এ বিষয়ে যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহা কোনরূপ শুভ-সূচক নহে। কোন কোন বিচক্ষণ আত্মীয় ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা জানিয়াছি, তাহাও সেইরূপ। অনেক স্থানে ইতরলোকের বিষয়েও সেইরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এক এক স্থানের বৃত্তান্ত অতীব শোচনীয়।"

ইহার পরের কয়েক পংক্তি অতিশয় মূল্যবান্। ইহার প্রতি পাঠকদিগের দৃষ্টি বিশেষ-ভাবে আকৃষ্ট করিতে চাহি। যথা—

"স্বজাতির উন্নতি প্রত্যাশার পূর্ব্বে তদীয় শারীরিক অবস্থা ও জন্মস্থিতিলয়ের বিষয় একবার লক্ষ্য করা আবশ্যক। শারীরিক উন্নতি সকল উন্নতির মূলীভূত।

"বিচিত্র করিতে গৃহ যত্ন কর প্রাণপণে;
কিন্তু গৃহমূলক্ষয় হইতেছে দিনে দিনে॥"

ফলতঃ সম্মুখে ঘোর অন্ধকার! ঘোর অন্ধকার!! ঘোর অন্ধকার!!!"

রোগক্লিষ্ট, শয্যাগত, আসন্নমৃত্যু অক্ষয়কুমারের তৃতীয় নেত্র যেন প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, ভবিষ্যতের বিভীষিকা বর্ত্তমানেই দেখিয়াছিলেন তজ্জন্য প্রলাপগ্রস্ত রোগীর ন্যায় একস্থানে লিখিয়াছেন :—

"প্রায় যাবৎ জাগ্রৎকাল নানারূপ ক্লেশ করিয়া কষ্টে শ্রেষ্ঠে দিনপাত করা কোটি কোটি ব্যক্তির জীবনব্রত হইয়া উঠিয়াছে। বহুতর স্থলেই দেখিতে ও শুনিতে পাই, প্রায় সকলেই রুগ্ন, সকলেই বিরক্ত এবং সকলেই সমাপন্ন। একটু আরাম নাই—আরাম নাই—আরাম নাই—"বাহুল্যভয়ে আর উদ্ধৃত করিলাম না। কৌতূহলী পাঠক উপাসক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয়ভাগে ১২৬-১৩২ পৃঃ দেখিবেন। ইহা ১৮৮০ সালে লেখা। তাহার পর দুইযুগ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। ঐ উক্তি কি রোগপীড়িতের প্রলাপ না মহাঋষির ভবিষ্যবাণী?

এ প্রকারে ব্যক্তিগত মতামত অধিক সংগ্রহ করিবার প্রয়োজন নাই। সমাজস্থ চিন্তা-শীল ব্যক্তিমাত্রেই সমাজের অবস্থার বিষয় চিন্তা করেন, সুতরাং অন্যান্য লেখকদিগের গ্রন্থা-বলী অনুসন্ধান করিলে এ প্রকার পরিপোষক মত পাওয়া যাইবে। কিন্তু এ সকল মত ব্যক্তিগত;—উহাতে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বা সহানুভূতি প্রকৃত তথ্য নিরূপণের পথে বিঘ্ন উৎপাদন করে। তজ্জন্য আমরা অত্র উক্ত মত ব্যতীত অন্য উপায়ে আমাদের বর্ত্তমান অবনতি প্রমাণ করিব।

ব্যক্তিগত মত দুষ্ট হইতে পারে।

কিন্তু সে উপায় ইংরাজদিগের প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বনে প্রাপ্ত। ইংরাজ আমাদিগকে যে সকল নূতন কথা শিখাইয়াছেন, ইহা তাহাদিগের অন্যতম। এ বিষয়ে বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন—

"ইংরাজ আমাদিগকে নূতন কথা শিখাইতেছে। যাহা আমরা কখন জানিতাম না, তাহা জানাইতেছে,—যাহা কখন দেখি নাই, শুনি নাই, বুঝি নাই, তাহা দেখাইতেছে, শুনাইতেছে, বুঝাইতেছে। যে পথে কখন চলি নাই, সে পথে কেমন করিয়া চলিতে হয়, তাহা দেখাইয়া দিতেছে।"*

আদমসুমারীর বিবরণ।

দশ বৎসর অন্তর কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে সমগ্র ভারতবর্ষের প্রজা গণনার ব্যাপার ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের একটী বিশাল কীর্ত্তিস্তম্ভ। পূর্ব্বে কেহ কখন এ ব্যাপার কল্পনায়ও আনিতে পারেন নাই। ১৮৭২ সালে ইহা প্রথম আরম্ভ হয়। ১৮৮১ সালে দ্বিতীয়বার গণনা হয় ও ৭২-৮১ সালের ১০ বৎসরের মধ্যে উন্নতি অবনতি আলোচিত হয়। ৯১ সালে ত্রিতীয়বার ও ১৯০১ সালে তৃতীয়বার গণনায় লোক সংখ্যার বৃদ্ধি বা অবনতি স্থিরীকৃত হয়। সুতরাং আমরা ৮১, ৯১ ও ১৯০১ সালে ত্রিশ বৎসরে তিনবার উন্নতি অবনতি আলোচনা করিতে পাইতেছি।

পরে উল্লেখ করিবার সুবিধার জন্য আমরা এই তিন গণনাকে সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর যুগ বলিব। সত্য সত্যই আমাদের শাস্ত্রে তিন যুগে ক্রমশঃ যে প্রকার অবনতি বর্ণিত হইয়াছে, এই তিনবারকার গণনাতে তদপেক্ষা অবনতি ভারতবর্ষে ও মধ্যবাঙ্গালাতে দেখা যাইতেছে। সুতরাং উক্তবিধ নামকরণ বিশেষ ভ্রমাত্মক বা অবান্তর হয় নাই।

১৮৭২ সালের পূর্ব্বে লোকসংখ্যার চেষ্টা হইয়াছিল কি না তদুত্তরে একজন প্রবন্ধ লেখকের মত উদ্ধৃত করা গেল—

পুরাতনী লোকসংখ্যার চেষ্টা।

"পূর্ব্বে কখনও লোকসংখ্যা হয় নাই। ইংরাজেরা দেওয়ানি প্রাপ্ত হইলে কিছু পরে অনুমিত হইয়াছিল যে বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার লোকসংখ্যা এক কোটী। পরে এমত বিবেচনা হয় যে এ অনুমান অযথার্থ। লোক আরও অধিক হইবে। সার উইলিয়াম জোন্স তৎপরে অনুমান করেন ঐ প্রদেশে বারাণসী বিভাগ সমেত ২ কোটী ৪০ লক্ষ লোক আছে। ১৮০২ সালে কোলব্রুক সাহেব অনুমান করেন যে, ঐ প্রদেশে তিন কোটী লোক আছে। ১৮১২ সালে বিখ্যাত "পঞ্চম বিজ্ঞাপনীতে" দেশের লোক সংখ্যা ২ কোটী সত্তর লক্ষ বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল।

"১৮০৭ সালে ডাক্তার ফ্রান্সিস বুকানান নামা এক জন বিচক্ষণ ইংরাজ বঙ্গদেশ সম্বন্ধীয় নানা প্রকার তত্ত্ব-সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত হয়েন। সাত বৎসর তিনি এই সকল বিষয়ে পরিশ্রম করেন। তিনি বাঙ্গালা ও বেহারের কিয়দংশের লোক সংখ্যা নিণীত করিতে যত্ন করেন। তাঁহার নির্ণয়ানুসারে উক্ত অংশে তৎকালে এক কোটী ৬৪ লক্ষ জন লোক ছিল। বর্ত্তমান গণনায় (অর্থাৎ ১৮৭২ সালের সুমারীতে)—তৎপ্রদেশে ১ কোটী উনপঞ্চাশ লক্ষ লোক পাওয়া গিয়াছে। অতএব বুকাননের নির্ণয়ের উপর নির্ভর করিতে গেলে বিবেচনা

* ভারতকলঙ্ক প্রবন্ধ, বঙ্গদর্শন প্রথমভাগ।

করিতে হইবে, যে পূর্ব্বাপেক্ষা লোক সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে। যদি ইহা সত্য হয়, তবে আমরা নিতান্ত দুঃখিত নহি।"

ভাবিতে বড় ক্ষোভ হয়, আমাদের নব্য শিক্ষিতদের এমন এক দিন গিয়াছে যখন আমরা ম্যালথসের বড় ভক্ত ছিলাম। আমাদের দুর্ভাবনাই ছিল যে, উত্তরোত্তর লোক সংখ্যার বৃদ্ধিই আমাদিগকে দুর্ব্বল করিবে। সুতরাং লোকক্ষয় বাঞ্ছনীয়। এই কারণে ৬৫ বৎসরে লোক সংখ্যা দ্বিগুণিত না হইয়া হ্রাস হইয়াছে সিদ্ধান্ত করিয়া উক্ত লেখক আনন্দিত হইয়াছেন। তিনি উক্ত প্রবন্ধে অন্য স্থানে লিখিতেছেন—"ইউরোপে যে রাজ্যে গড়ে বর্গ মাইল প্রতি ২০০ জন লোক বাস করে, সে রাজ্য বহু জনাকীর্ণ বলিয়া বোধ হয়। জর্ম্মণি ও ফ্রান্স পৃথিবীর মধ্যে দুইটী অতি প্রাচীন এবং সর্ব্বাংশে প্রধান ও সুসভ্য রাজ্য। কিন্তু তথায় বর্গ মাইল প্রতি ২০০ জন লোক নাই।

"ব্রিটেনে বর্গ মাইল প্রতি ২৬৩ জন লোক, বঙ্গদেশে বর্গ মাইল প্রতি তদপেক্ষা ছয় জন বেশী অর্থাৎ ২৬৯ জন লোক।

"অতএব বাঙ্গালা, বিশেষতঃ বেহার পৃথিবীর মধ্যে অতি জনাকীর্ণ প্রদেশ। এরূপ লোকের আতিশয্য মঙ্গলের কারণ নহে। অমঙ্গলের কারণ।" (চৈত্র ১২৭৯ সাল বঙ্গদর্শন।)

এখন এই তিনবার আদমসুমারীর মন্তব্য হইতে আলোচনা করা যাউক। প্রথমে গোটা ভারতবর্ষটির বিবরণ প্রথম তালিকায় দেখুন। সত্য যুগে অর্থাৎ ৭২-৮১ সালে লোক

আদম সুমারীর ফলাফল আলোচনা ভারতবর্ষে।

সংখ্যার বৃদ্ধি পূর্ব্ববর্ত্তী কালের সঙ্গে তুলনায় শতকরা ২৩ জন হইয়াছে। তৎপর দশকে ১৩ জন বৃদ্ধি হয় ও পর দশকে ১·৪ মাত্র বৃদ্ধি হয়। কি ভয়ঙ্কর অবনতি। ত্রেতাযুগে বৃদ্ধি পূর্ব্ব যুগের অর্দ্ধেক ও দ্বাপরযুগে ত্রেতার ছয়ভাগের এক ভাগ হইয়াছে। প্রকৃত অবস্থা ইহাপেক্ষাও শোচনীয়, কারণ পূর্ব্ব পূর্ব্ববারের গণনায় অনেক লোকের সংখ্যা লওয়ার ভুল হইবার সম্ভাবনা—কেন না প্রথম প্রথম আদমসুমারীর ব্যবস্থা প্রকৃষ্টরূপে নির্ব্বাহিত হয় নাই।

তার্কিকগণ বলিতে পারেন, সমগ্র ভারতবর্ষে ঐ প্রকার অবনতি হওয়াই সম্ভব। কারণ বোম্বাই ও পঞ্জাব প্রদেশে প্লেগ, মধ্য ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি ইত্যাদি কারণে লোকক্ষয়ের

ফলাফল অবিভক্ত বঙ্গে।

জন্য উক্ত তালিকা এত ভয়াবহ হইয়াছে। সেই জন্য উক্ত তালিকার সমগ্র বঙ্গ ও তাহার বিভিন্ন অংশের লোকসংখ্যা দেওয়া গেল। উহাতে দেখা যায় যে, নিজ বাঙ্গালায় সত্যযুগে ১১·৫ বৃদ্ধি, ত্রেতায় ৭.৩ ও দ্বাপরে ৫·১ মাত্র হইয়াছে। এখানেও ত্রিশ বৎসরে লোক সংখ্যার বৃদ্ধির হার অর্দ্ধেক মাত্র দাঁড়াইয়াছে। বিভিন্ন অংশের তালিকায় দেখা যায় মধ্যম ও পশ্চিম বাঙ্গালায় ত্রিশ বৎসরে অর্দ্ধেক হইয়াছে। শেষোক্ত বিভাগে—২·৭ রূপ ভয়াবহ লোক-ক্ষয়ের কারণ বৰ্দ্ধমান জর—উহা ১৮৬১ সাল হইতে ১৮৭৬ সাল পর্য্যন্ত বর্দ্ধমান জেলাকে প্রায় অরণ্যে

পূর্ব্ববঙ্গে ভ্রমাত্মক কারণ।

পরিণত করে। কেবল পূর্ব্ববঙ্গে একটু শ্রীবৃদ্ধি দেখা যায়। যদিও অনেকে ইহার কারণ মুসলমানদিগের নিকা বিবাহ, বিধবা বিবাহের ও সামাজিক উদারতার উপর আরোপ করেন, কিন্তু আমাদের বোধ হয়, ইহার একমাত্র হেতুই তত্তৎ প্রদেশে ম্যালেরিয়া রোগের অপেক্ষাকৃত অল্প প্রাদুর্ভাব। ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল মহকুমায় ও অন্যান্য স্থানে যেমন ম্যালেরিয়ার উত্তরোত্তর প্রাদুর্ভাব হইতেছে, তাহাতে যদি তৎপ্রদেশবাসী পূর্ব্ব হইতে সাবধান না হন, পূর্ব্ববঙ্গ যে শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গের অবস্থায় সমানীত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ফলাফল প্রেসিডেন্সীবিভাগে।

আরও এক পদ নিয়ে আসিয়া বল্লালসেনের বাগ্‌ড়ী পরগণা বা বর্ত্তমান কালের প্রেসিডেন্সি বিভাগের অবস্থা পর্য্যালোচনা করা যাউক। এই বিভাগে সকলেই জানেন যে, পাঁচটী উপবিভাগ আছে যথা—যশোহর, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, খুলনা ও চব্বিশ পরগণা। যশোহর দুইটী মহারোগের সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে। জ্বর ও ওলাউঠা দুয়েরই জন্মস্থান যশোহর জেলায়। যথাস্থানে তালিকা দেওয়া গেল। (২য় তালিকা দেখ) ইহাতে দেখা যায় সত্যযুগে—৩৩৬ বৃদ্ধি ত্রেতাযুগে

যশোহর জেলায় ভীষণ অবস্থা।

২·৬ বৃদ্ধি ও দ্বাপরে—৪ ২ বৃদ্ধি মৃত্যু-সংখ্যা জন্ম-সংখ্যার অধিক। যমের নিকট প্রজাপতির বোধ হয় কলিযুগে এই প্রথম পরাজয়! জানি না বর্ত্তমান যুগের আদমসুমারীর গণনায় মহাকালের বিষাণ আরও কত ভৈরব রবে নিনাদিত হইবে। এই ত যশোরের অবস্থা।

নদীয়া জেলায় প্রায় তদ্রূপ।

নদীয়া জেলার অবস্থাও ঐ প্রকার ভয়ানক। সত্যযুগে ১০ ৮ বৃদ্ধি, ত্রেতায় ১·১, একেবারে কি ভয়ানক পতন ও দ্বাপরে ১·৪ মাত্র দাঁড়াইয়াছে। এখন কলিযুগের প্রায় শেষ। এ যুগের শেষে কি দাঁড়াইবে ভগবানই জানেন।

মুর্শিদাবাদেও তদ্রূপ।

বাঙ্গালার মুসলমান রাজত্বের শেষ রাজধানী মুর্শিদাবাদের অবস্থাও সমান শোচনীয়। দ্বাপরে যে সামান্য উন্নতি দেখা যাইতেছে, তাহা আশাপ্রদ নয়, কেন না গত তিন বৎসরে উহার মৃত্যু সংখ্যা বাঙ্গালার অন্যান্য উপবিভাগ হইতে অধিক। এত দিনে মুর্শিদাবাদবাসিগণের চক্ষু ফুটিয়াছে, তাঁহারা মৃত্যু নিবারণ জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

চব্বিশপরগণার অবস্থার উন্নতি প্রকৃত নহে।

চব্বিশ পরগণার অবস্থা দেখিয়া অনেকে আনন্দিত হইতে চাহিবেন; কারণ ত্রেতায় ৩·১ হইতে দ্বাপরে ৯·৮ এ উঠিয়াছে। কিন্তু এ আনন্দ টুকুও উপভোগ করিবার উপায় আমাদের নাই। এই বাহ্য-দৃষ্ট উন্নতির কারণ গঙ্গার দুধারে ইংরাজ বণিকদিগের প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য মিলের (mill) উৎপত্তি ও তজ্জন্য বহু পশ্চিমদেশীয় লোকের আমদানী। তৃতীয় তালিকাই তাহার প্রমাণ। যে সকল উপবিভাগে মিল বা কল নাই (যথা—নবাবগঞ্জ, বারাসত, দেগঙ্গা, হাবড়া ও দমদমা

থানা) সেখানে লোকক্ষয়ের সেই সুদীর্ঘ বিভীষিকাময়ী কাহিনী। কিন্তু মিল-বহুল স্থানে আপাত বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে।

এই মিলগুলির দ্বারা চব্বিশ পরগণার লোকের ত্রিবিধ দুঃখের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রথম আধিদৈবিক ;—Septic Tank এর প্রচলনে গঙ্গাজলের অপকর্ষ—ইহা দেবতার কার্য্য!

মিলের দুঃখ ত্রিবিধ।

দ্বিতীয় আধিভৌতিক ;—পঞ্জাবী, পেশোয়ারী, পাঠান প্রভৃতি পশ্চিম দেশীয় বহুসংখ্যক নিরক্ষর লোকের আমদানীতে ডাকাতির বৃদ্ধি—এ আধিভৌতের কার্য্য ; ও তৃতীয়তঃ আধ্যাত্মিক ; গঙ্গার দুই ধারে অসংখ্য মিলের আবির্ভাবে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুদিগের গঙ্গাদর্শন, গঙ্গাতীরে বাস ইত্যাদি কার্য্যের সঙ্কোচ ;—ইহা অন্তরের ; জানি না এই ত্রিবিধ দুঃখ দূর করিবার জন্য নূতন সাংখ্য শাস্ত্রে কিরূপ ব্যবস্থা হইবে।

বোম্বাই ও মান্দ্রাজের তুলনায় আমরা ধ্বংসের পথে কিরূপ অগ্রসর হইতেছি, ৪র্থ তালিকা তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। আর বৎসর বৎসর আমাদের সর্ব্বনাশ কিরূপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, পঞ্চম তালিকায় তাহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান—টীকার প্রয়োজন নাই—প্রেসিডেন্সী ডিবিজন যে বঙ্গের সর্ব্বাপেক্ষা যমরাজের পীঠস্থান, ষষ্ঠ তালিকা তাহার সাক্ষ্য।

আশা করি আর তালিকার প্রয়োজন হইবে না। লোকক্ষয় যে ভীষণ ভাবে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে তাহা যথেষ্ট প্রমাণিত হইল।

মহাতার্কিক এখনও হয়'ত হাল ছাড়িতে চাহিবেন না। তিনি হয়'ত বলিতে পারেন উক্ত ত্রিশ বৎসরে ঐ প্রকার লোকক্ষয় কেবল বঙ্গ বা ভারতবর্ষে আবদ্ধ নয়, জগতের অন্যান্য স্থানেও ঐরূপ অবস্থা। সেই জন্য ৭ম তালিকা দেওয়া গিয়াছে।

এ তালিকায় ভারতবর্ষ সর্ব্বাপেক্ষা হীন স্থান অধিকার করিয়াছে। ভারতের বাহিরে

পৃথিবীর অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় ভারতবর্ষ হীনবল।

বৃটীশ রাজত্বে যেখানেই যাও, দেখিবে প্রজাবৃদ্ধি। ৫৪ হইতে ৯ পর্য্যন্ত শতকরা বৃদ্ধি। বাঙ্গালা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিলেও ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সের অর্দ্ধেক মাত্র।

এ দিকে ৮ম তালিকা দেখিলে বুঝা যায় যে, আমাদের জন্মহার অন্যান্য দেশের অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ। ভারতবর্ষ ও বাঙ্গালার জন্মহার ৪২ বা ৪৪ এবং ইংলণ্ড ও ওএল্‌সের বৃদ্ধি ২১ জন মাত্র। ইহাতে আমাদের অবস্থার শোচনীয়ত্ব অধিকতর পরিস্ফুট হইতেছে।

জন্মহার দ্বিগুণ অথচ বৃদ্ধি পাঁচভাগের একভাগ।

বিলাত হইতে জন্ম সংখ্যা প্রায় দেড় গুণের অধিক হইলেও যখন মোটের উপর বৃদ্ধি সংখ্যা পাঁচ ভাগের এক ভাগ মাত্র, তখন মৃত্যু কি পরিমাণে হইতেছে তাহা সহজেই অনুমেয়। অথচ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন অক্ষয় দত্তজ মহাশয় লোক-সংখ্যার উচ্ছেদের জন্য তাঁহার পূর্ব্বতন কালের সঙ্গে তাৎকালিক অবস্থা তুলনা করিয়া অরণ্যে রোদন করিতেছিলেন, তখন ভারতবাসীর লোকসংখ্যার বৃদ্ধির হার ইংলণ্ডবাসীদিগের প্রায় দ্বিগুণ ছিল। কি শোচনীয় লোক-

ক্ষয়! বোধ হয়, পৃথিবীর পরিজ্ঞাত ইতিহাসে এরূপ দ্বিতীয় লোমহর্ষণ কাণ্ড ঘটে নাই। এককালে যে হিন্দুজাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় উৎফুল্ল হইয়া রাজনারায়ণবাবু বলিয়াছিলেন, "আমি দেখিতেছি আবার আমার সম্মুখে মহাবলপরাক্রান্ত হিন্দুজাতি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া বীরকুণ্ডল পুনরায় স্পন্দন করিতেছে এবং দেববিক্রমে উন্নতির পথে ক্রমে ধাবমান হইতে প্রবৃত্ত হইতেছে। আমি দেখিতেছি যে, এই জাতি পুনরায় নবযৌবনান্বিত হইয়া পুনরায় জ্ঞান-ধর্ম্ম ও সভ্যতাতে উজ্জ্বল হইয়া পৃথিবীকে সুশোভিত করিতেছে, হিন্দুজাতির গরিমা পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত হইতেছে।" হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা—তাহা কি এই ক্ষীণ, দুর্ব্বল, দুর্ভিক্ষভয়ে ভীত, রোগে জরাজীর্ণ জাতি দ্বারা হওয়া সম্ভব। ইহার প্রতিকারের জন্য কালবিলম্ব করা মূঢ়ের কার্য্য।

২য় অধ্যায়—ভীষণ লোকক্ষয়ের কারণ অনুসন্ধান।

এতক্ষণে আমাদের প্রস্তাবের প্রথম প্রশ্ন আলোচিত হইল। এখন জিজ্ঞাস্য, এ ভীষণ লোকক্ষয়ের কারণ কি? কোন কোন সমাজ-সংস্কারক বলেন, বাল্য-বিবাহ প্রত্যক্ষভাবে ও বিধবার ব্রহ্মচর্য্য পরোক্ষ ভাবে এই লোক-ক্ষয়ের বৃদ্ধি করিতেছে। তাঁহারা বলেন বাঙ্গালীরা বড়ই বাল্য-বিবাহ-প্রিয়, সুতরাং বৎসর বৎসর অকালপক্ব বালকবালিকাজাত দুর্ব্বল ক্ষীণ অপরিপুষ্ট রোগগ্রস্ত সন্তানের জন্ম হয় ও তাহাদের মৃত্যুতে লোকক্ষয় বৃদ্ধি হয়। দুঃখের বিষয় তালিকা হইতে ইহার পরিপোষক তথ্য পাওয়া যায় না। ৯ম তালিকায় দেখা যায়, কলিকাতার হাজার প্রতি প্রায় ৩০৪ জন শিশু ১৯০৬ সালে মারা গিয়াছিল। ঐ সালে বিলাতে ৭টী বিখ্যাত সহরের শিশুদিগের মৃত্যু সংখ্যা ১৪৫ জন। সুতরাং কলিকাতার শিশুদিগের মৃত্যু-সংখ্যা বিলাতের সহরগুলির প্রায় আড়াই গুণ। এ দিকে ১০ম তালিকায় কলিকাতায় সমগ্র লোকের মৃত্যুসংখ্যা (৩৫·৭) লণ্ডনের মৃত্যু সংখ্যার প্রায় আড়াই গুণ (১৫·৭) সুতরাং প্রতিপন্ন হইল যে বিলাতে শিশু ও বলিষ্ঠ লোকদিগের মৃত্যু সংখ্যার অনুপাত যেরূপ, এখানেও তাহাই; কোন পার্থক্য নাই।

কারণ বাল্য-বিবাহ ও বিধবার ব্রহ্মচর্য্য নহে।

১৯০১ সালের সেন্সস রিপোর্টে কর্ণেল লেস্লি সাহেব দেখাইয়াছেন, বিলাত হইতে এখানে অধিক সংখ্যক সন্তান জন্মিবার কারণ এখানে অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক স্ত্রীলোক বিবাহিত জীবন অতিবাহিত করে। জন্ম যথেষ্ট হইতেছে, সুতরাং বিধবাবিবাহ ইত্যাদি দ্বারা জন্ম সংখ্যা বাড়াইয়া প্রজাবৃদ্ধি আশা করিবার পূর্ব্বে যাহারা ইতিমধ্যে জন্মিতেছে তাহাদের রক্ষণের চেষ্টা করিলে অধিক সুফল ফলিবার সম্ভাবনা।

প্রেসিডেন্সী ডিবিসনের ভূ-তত্ত্বের পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, উহার অধিকাংশ ভূখণ্ডই গাঙ্গেয় বদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত। এই বিস্তীর্ণ প্রদেশের ইতিহাসের সঙ্গে গঙ্গা মহানদীর ইতিহাস এক সূত্রে আবদ্ধ। বস্তুতঃ গঙ্গার পলিজ মৃত্তিকা হইতে ইহার উদ্ভব, গঙ্গার ভিন্ন ভিন্ন প্রবাহের গতিতেই

গাঙ্গেয় বদ্বীপের ইতিহাস।

ইহার উৎকর্ষ এবং গঙ্গার প্রবাহের পরিবর্ত্তনের সঙ্গেসঙ্গেই ইহার অবনতি। সেই জন্য প্রাচীন ঋষিগণ ও কবিগণ এবং ভাষাগ্রন্থের লেখকগণ সকলেই গঙ্গা-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন দৈনন্দিন নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্যের মধ্যে নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। প্রকৃতঃ গঙ্গা প্রকৃতই আমাদের জনক-জননী-মাতৃভূমির মাতৃস্বরূপা। গঙ্গার সঙ্গে এই বিভাগের এইরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধের জন্য গঙ্গার শাখা প্রশাখাগুলির গতি, স্থিতি ও পরিবর্ত্তনের আলোচনা প্রসঙ্গতঃ আসিয়া পড়িতেছে।

গঙ্গার দক্ষিণ প্রবাহ ভাগীরথী খাতেই প্রবাহিত ছিল। প্রাচীন কিম্বদন্তী, পুরাণ ও ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দিতেছে। আধুনিক ঐতিহাসিক যুগে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বর্ণিত পরিপ্লুসে ও ৭ম শতাব্দী বর্ণিত হিউএহ্নসিয়াংএর বর্ণনায় ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। তৎপরে কোন সময়ে সম্ভবতঃ পৃথিবীর আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তনের বলে, গঙ্গা ভাগীরথী-তীর-সমাশ্রিত ভক্তবৃন্দের প্রতি বিরূপা হইয়া আর দক্ষিণবাহিনী রহিলেন না, পদ্মা নাম ধারণান্তর ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলে আরও উত্তরপূর্ব্ব সরিয়া গিয়া সুঁতি হইতে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত গমনান্তর পুনরায় দক্ষিণবাহিনী হইলেন।

গঙ্গার ভাগীরথী খাতত্যাগ ও পদ্মাখাতে বহতা।

এই পূর্ব্বগতি এক দিনে সম্পন্ন হয় নাই। প্রথমে হয় ত ভৈরব নদে পরে জলাঙ্গী ও মাথাভাঙ্গায় ও পরে ক্রমশঃ কুমার, গড়ুই বা মধুমতীতে এবং পরিশেষে মেঘনায় এই মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল।

এ দিকে গঙ্গা পূর্ব্ববাহিনী হইতে লাগিলেন দেখিয়া ব্রহ্মপুত্র নদ পশ্চিমপথে গঙ্গার সাক্ষাৎকারের আশায় মধুপুরার জঙ্গল ত্যাগ করিয়া যমুনার পথে গোয়ালন্দের নিকটে গঙ্গার সহিত সম্মিলিত হইয়া প্রথমে গড়ুইএর খাতে ও পরে মেঘনা প্রবাহে ধলেশ্বরীর সংযোগে সমুদ্রগামী হইয়াছেন। এই সকল শাখা প্রশাখাগুলি ভৈরব, জলাঙ্গী, (মাথাভাঙ্গা) ও তাহার প্রশাখা চুর্ণী, ইছামতী, কপোতাক্ষ, কুমার, পাঙ্গাশী, গড়ুই, মধুমতী ইত্যাদি প্রেসিডেন্সি ডিবিসনের মধ্যে; ভাগীরথী তাহার পূর্ব্বসীমা, পদ্মা উত্তর, মধুমতী পূর্ব্ব ও অনন্ত সমুদ্র তাহার দক্ষিণ সীমা।

এই নদীগুলির মধ্যে কতকগুলি শুকাইয়া যাইতেছে, কতক শুকাইয়া গিয়াছে এবং কতক এখনও জীবিত আছে, কিন্তু ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। মুর্শিদাবাদে ভৈরব ও শিয়ালমারী নদ,————নদীয়ায় ভৈরব, কুমার, পাঙ্গাশী,————যশোরে কালীগঙ্গা, বাসী, নবগঙ্গা, পাঙ্গাশী, কটকী, চিত্রা, বা ভৈরব, ভেটলা, কোদলা, হুকার, হরিহর, ভদ্রা, হছু, ইত্যাদি। চব্বিশপরগণায় পদ্মা ও যমুনা ইত্যাদি সমস্তই শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। ইহারা বর্ষাকালে তত্তৎ প্রদেশের বৃষ্টি জল আপন আপন খাতে বাহিত করিয়া দেয় ও অন্য সময় জলে জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া ৫২৬ বর্গমাইল জুড়িয়া ১৪০টী বিল আছে—তাহার অধিকাংশই অগভীর ও প্রবল জঙ্গলে পরিপূর্ণ।

গাঙ্গেয় বদ্বীপের অবস্থান্তর।

গঙ্গার পূর্ব্বগতিই এই দুরবস্থার সর্ব্বপ্রধান কারণ। তজ্জন্য পুরাতন নদীসকল প্রচুর জল না পাওয়াতে শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। দ্বিতীয় কারণ বর্ষাকালে খাল বিল ডোবা ইত্যাদি জলে পরিপূর্ণ হইলে পলি পড়িয়া উত্তরোত্তর ভরিয়া উঠে। প্রজারা এই শুষ্কনদীর মধ্যভাগে বাঁধ দিয়া, ফসল দিয়া নদীকে আরও শীঘ্র মজাইয়া দেয়। ফলে একদিকের প্রবাহ বন্ধ হইয়া উঠে এবং সেই জন্য নদী অন্যপথে প্রবাহিতা হইয়া নূতন নূতন খাল বিল ডোবার সৃষ্টি করে। এই সকল স্থানে গলিতপত্র, জলজ উদ্ভিদ, চতুর্দ্দিকের ধৌত ময়লাসমষ্টি একত্র হইয়া শীত ও গ্রীষ্মকালে লোকক্ষয়কর জ্বর ও অন্যান্য রোগের উৎপাদন করে।

একদল নিশ্চেষ্ট অদৃষ্টবাদী আছেন। তাঁহাদের যুক্তি একটু অদ্ভুততর। তাঁহারা তাঁহাদের যুক্তিটীকে একটু বিজ্ঞানের আবরণ দিয়া আপাত-মনোরম করিবার প্রয়াস পান। তাঁহারা বলেন—বদ্বীপের এই প্রকার অবনতি, নদীর স্রোত ক্রমশঃ বন্ধ হইয়া খাল বিলের উৎপত্তি, সঙ্গে সঙ্গে আর্দ্র মৃত্তিকার সহজাত রোগসমূহের আবির্ভাব, এ সকল নৈসর্গিক নিয়মের ফল। ইহার সঙ্গে বিরোধ করিয়া কোন ফল নাই। স্থির অবিচলিত হইয়া এই প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনকে সম্পূর্ণ হইতে দাও—এখন কিছু লোকক্ষয় হইবে বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে সব ঠিক হইয়া যাইবে।

অদৃষ্টবাদীর মত প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন নিরাকরণ মনুষ্যের অসাধ্য।

আর একদল আর এক পদ অগ্রসর হইয়া বলেন, এ সম্বন্ধে যদি কিছু করিবার থাকে সে রাজার,—কেননা ইহার প্রতিবিধান প্রভূত অর্থসাপেক্ষ। অতএব রাজাকে উপদেশ দেওয়াতেই তাঁহাদের সকল পুরুষকারের নিঃশেষ হইয়া যায়। ব্যক্তিগত ও সমাজগত যে একটা স্বতন্ত্র কর্ত্তব্য আছে এবং তাহা চালিত করিলে যে প্রভূত উপকার পাওয়া যায়, সে বিষয়ে তাঁহাদিগকে মনঃসংযোগ করিতে দেখা যায় না।

এইপ্রকার যুক্তিবাদীদিগকে আমরা আমেরিকার মিসিসিপি নদীর বদ্বীপজাত ভূমিখণ্ডের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিতে অনুরোধ করি। সেখানে দেখিবেন, বাঙ্গালার সমধর্ম্মাক্রান্ত দেশের অধিবাসীরা কেবল পুরুষকারের বলেই জন্মভূমিকে স্বর্ণপ্রসূ করিয়াছেন। পূর্ত্তকার্য্য দ্বারা নদীসকল আপনাপন খাতে আবদ্ধ করা হইয়াছে। নানাপ্রকার কৃত্রিম উপায়ে উহাদিগের গভীরতা ও বিস্তৃতির অবস্থান্তর হইতে দেওয়া হইতেছে না। সুতরাং অস্বাস্থ্যকর খাল বিল ইত্যাদি উৎপন্ন হইবার পথ বন্ধ হইয়াছে ও নদীদিগের গতি অব্যাহত থাকায় বাণিজ্য দ্রব্য সকল চলাচলের সুবিধা হইয়াছে; এমন কি সেখানে রেল লাইন অপেক্ষা নদীতে দ্রব্য প্রেরণ সমধিক সুলভ ও সহজসাধ্য। তাঁহাদের এই প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ ও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া কোন্ বাঙ্গালীর হৃদয় বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ উন্নতি আশায় স্ফীত না হয়।

মিসিসিপি বদ্বীপের উদাহরণে মতখণ্ডন।

অদৃষ্টবাদী হয়ত ইহা স্বীকার করিবেন না। তিনি বলিবেন এ সকল বাতুলের কথা।

রোগের বৃদ্ধি বা অবনতি মনুষ্যের চেষ্টার বাহিরে। উহা আপনিই বাড়ে এবং স্বতঃই কমিয়া যায়। তদুত্তরে আমরা পাঠকদিগের দৃষ্টি—১১শ তালিকায় আকৃষ্ট করিতেছি। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে বাঙ্গালায় হাজার প্রতি ২৯ জন লোক এই প্রতীকারযোগ্য রোগে সকলে মারা যায়, অথচ বিলাতে প্রতিকারযোগ্য রোগে ৫·৪ জন মাত্র মারা যায়। সেখানে এই সামান্য মৃত্যুসংখ্যা দমন করিবার জন্য কি প্রবল চেষ্টা না হইতেছে। নানা প্রকার নব নব উপায়, সাপ্তাহিকে, দৈনিকে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকায় আলোচিত হইতেছে, বিতরিত হইতেছে ও মাঝে মাঝে বিজ্ঞজনদিগের ও মহা মহা চিকিৎসকদিগের বৈঠকে মীমাংসিত হইতেছে। যদি কোন সপ্তাহে এই মৃত্যুসংখ্যাতে এক দশমিক মাত্র বৃদ্ধি দেখা যায় অমনি সমস্ত রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি যুগপৎ সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। তাঁহারা কর্ম্মবীর, হাত উঠাইয়া বসিয়া থাকেন না, সুতরাং হাতে হাতে ফল পাইতেছেন। ৭ম তালিকায় দেখিবেন ত্রিশ বৎসর অক্লান্ত ও অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে তাঁহারা লণ্ডনের মৃত্যুসংখ্যা ১৬ জন মাত্র আনয়ন করিয়াছেন।

বাঙ্গালার প্রতিকারযোগ্য রোগেই অধিক লোক মারা যায়।

রাজযক্ষ্মা (টিউবারকুলোসিস) রোগের নিবারণ জন্য ইংরাজদিগের এই প্রকার চেষ্টার ইতিহাস আরও বিস্ময়প্রদ। বৎসর কয়েক হইল একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক এই রোগ দূর করিবার জন্য নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন। দেখিতে দেখিতে ক্রোরপতি হইতে কপর্দ্দহীন পর্য্যন্ত ইহার অনুসরণ করিতে লাগিল। মৃত্যুসংখ্যা ২·৩৭ হইতে ১·৩৫ নামিয়া গেল। হাজার প্রতি ২·৩৭ মৃত্যু-সংখ্যাকেও তাঁহারা চিন্তার বিষয় মনে করেন।

অন্য উদাহরণ—রাজযক্ষ্মা।

বিলাতের আর একটী উদাহরণ দেওয়া গেল। ডাক্তারগণ অধুনা সাব্যস্থ করিয়াছেন যে টাইফয়েড্ জ্বর একরকম জীবাণুর (ব্যাসিলি) ক্রিয়া। উহা খাদ্য বা অন্যান্য পদার্থ সহযোগে মনুষ্যদেহে সংক্রামিত হয়।

গত বৎসর সাউথ হ্যাম্টনের মেয়র একটী ভোজ দেন। সেখানে আহার করিয়া ২২ জন পীড়িত ও তন্মধ্যে ৪ জন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই জন্য বিশেষজ্ঞদিগের তত্ত্বাবধানের সিদ্ধান্ত বিস্ময়প্রদ। ইংরাজী সমাজজ্ঞ ব্যক্তি জানেন যে তাঁহারা ঝিনুকের মাংস (oyster) কাঁচা অবস্থায় আহার করেন। ইহা সিদ্ধ করিয়া খাওয়া রীতিবিরুদ্ধ। ঐ ঝিনুক যেখান হইতে আনা হইয়াছিল সমুদ্রের সেই অংশ সন্ধান করিয়া দেখা গেল যে সহরের দুর্গন্ধ ড্রেনের জল সেখানে আসিয়া পড়ে ও তজ্জন্য ঝিনুকগুলি টাইফয়েড্ বিষাক্ত হয়।

এই প্রমাণের পর তৎক্ষণাৎ আইন বিধিবদ্ধ হইল যে, যেখানে ঝিনুক সংগ্রহ করা হইবে সেখানে ড্রেনের জল আসিতে দেওয়া হইবে না।

বাঙ্গালার সঙ্গে তুলনার প্রয়োজন আছে কি ?

প্রেসিডেন্সী ডিভিজনবাসীদিগকে ১৪শ তালিকা বিশেষ করিয়া দেখিতে বলি। যশোর নদীয়া মুর্শীদাবাদ প্রভৃতি স্থানসমূহের লোকসংখ্যার হ্রাসের কারণ যে একমাত্র জ্বররোগ সে বিষয় কোন সন্দেহ থাকিবে না।

বঙ্গে লোকক্ষয়ের কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে আমরা অনেকদূর আসিয়া পড়িয়াছি। আমরা দেখিলাম প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনই ইহার প্রধান কারণ। কিন্তু ১২শ ও ১৩শ তালিকা দেখিলে বুঝা যাইবে প্রায় বারোআনা লোকের মৃত্যুর একমাত্র কারণ ম্যালেরিয়া জ্বর। এই রোগ বাঙ্গালায় কি প্রভূত পরিমাণে লোকক্ষয় করিতেছে তাহা ১৩শ তালিকায় দেখিবেন। কেবল যশোরের কথাই উল্লিখিত হইল। পাঁচবৎসরে যশোর বিভাগে ১৯ থানার প্রায় ৫৪ হাজার অধিবাসী কমিয়া গিয়াছে; বৃদ্ধি দূরে থাকুক। এতক্ষণে স্থিরীকৃত হইল যে একমাত্র ম্যালেরিয়াই আমাদের বঙ্গের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার প্রধানতম কারণ।

৩য় অধ্যায়—এই জ্বররোগ দূরীভূত করিতে পারা যায় কি না ?

এখন জিজ্ঞাস্য এই রোগের প্রবল আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা সম্ভব কি ? কোন প্রতিষেধক উপায় আছে কি ? তদুত্তরে আধুনিক বিজ্ঞান বলেন, ম্যালেরিয়া জ্বর প্রতিকার-যোগ্য রোগের অন্যতম।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা রোগসকলকে দুইভাগে বিভক্ত করেন। যথা—

১ম দুশ্চিকিৎস্য—যে সকল রোগ নির্ম্মূল বা নিবারণ জন্য উপায় এখনও নিঃসংশয়রূপে স্থিরীকৃত হয় নাই। এবং ২য়—প্রতিকারযোগ্য—সে সকল রোগের উদ্ভব, স্থিতি, সংক্রামণ ও প্রতিষেধক উপায় নিঃসংশয়ভাবে স্থির হইয়াছে। এই ম্যালেরিয়া রোগ এই প্রতিকারযোগ্য রোগের অন্যতম।

ম্যালেরিয়া জ্বরের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাপ্রকার মত বহুদিবস হইতে প্রচারিত আছে। কৌতুহলী পাঠক সে সকল সহজেই আলোচনা করিতে পারেন। এখনও দ্বাদশ বৎসর অতীত হয় নাই ল্যাভেরান্ নামক একজন সাহেব ইহার উৎপত্তির এক অভিনব উপপত্তি স্থির করিয়াছেন। তিনি বলেন—এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু মনুষ্যের রক্তে সংক্রামিত হইলে এই রোগের উৎপত্তি হয়। ঐ জীবাণু ম্যালেরিয়া পীড়াগ্রস্ত জীবের রক্ত পরীক্ষা করিলে অণুবীক্ষণযন্ত্র সাহায্যে সহজেই ধরা পড়ে। তিনি নানাপ্রকার পরীক্ষা ও বহু গবেষণা দ্বারা সিদ্ধান্ত করেন যে এই সংক্রামণকার্য্য এনোফিলিস্ নামক একপ্রকার মশক সাহায্যে সম্পন্ন হয়। মশকেরা যে পীড়িত মনুষ্যের রক্ত শুষিয়া লয় তাহার সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়া জীবাণু মশকদেহে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। অধিকাংশ মশকেই রক্তের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত জীবাণুকে পরিপাক করিয়া ফেলে। কিন্তু এনোফিলিস মশকের দেহে এক অভিনব অজ্ঞাত রহস্য আছে যাহাতে উক্ত জীবাণু লুপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, তথায় নববল লাভ করে ও উক্ত মশকদষ্ট নূতন মনুষ্যদেহে প্রবিষ্ট হইয়া শীঘ্র শীঘ্র বংশবৃদ্ধি করিতে থাকে। রক্তের

এই অবস্থান্তর রোগী প্রথমে জানিতে পারে না। প্রায় একাদশ দিবসে সমগ্রদেহে উক্ত জীবাণুদিগের ক্রিয়া অনুভূত হয় ও রোগী পিপাসা কম্প ইত্যাদি অনুভব করে। ইহাকেই আমরা জ্বর আসা কহিয়া থাকি।

গত ১৮৯৯ সালে মান্দ্রাজের জনৈক সাহেব চিকিৎসক রোনাল্ড রস এই মত বিস্তার করিয়া উপপত্তিটীকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপিত করেন। অনেকেই ইহা শুনিয়া থাকিবেন এবং অধিকাংশস্থলেই ইহা বৈজ্ঞানিক কল্পনা বলিয়া উপেক্ষিত হইয়াছে। নিশ্চেষ্ট জীবের ধর্ম্মই এই রকম। পাশ্চাত্যখণ্ডে কিন্তু যখনি তাড়িতবার্ত্তা দ্বারা এই মত প্রচারিত হইল, শত শত চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা দ্বারা ইহার সত্যতা প্রতিপাদন করিলেন। অতঃপর সিদ্ধান্ত হইল যে ম্যালেরিয়ারোগী ও উক্ত জীবাণুর অনুকূল এনোফিলিস্ উভয়ের সংযোগ ব্যতীত ম্যালেরিয়া হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। উক্ত মশকই এই রোগ সংক্রামণ করিবার এক মাত্র সহায়। কারণ একটী এনোফিলিস্ দ্বারা এক জন মাত্র পীড়িত লোকের রক্ত দশ বিশ জন লোকের দেহে সংক্রামিত হইতে পারে।

সুতরাং তাঁহাদের প্রথম চেষ্টা হইল এই মশকবংশ ধ্বংস করা। আমাদের রহস্যপ্রিয় বন্ধুবর্গ ইহারই নাম দিয়াছেন "মশা মারিতে কামান পাতা"।

এই মশকবংশ ধ্বংস করিতে গেলে প্রথম কার্য্য এনোফিলিস্ নির্ব্বাচন। বৈজ্ঞানিকেরা যখন দেখিলেন যে মশক জীবনের সঙ্গে মনুষ্যজীবনের এ প্রকার রহস্যময় সংসর্গ রহিয়াছে, তখন তাঁহারা মশকজীবনের তথ্য সংগ্রহে সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করিলেন। বিভিন্ন প্রকার মশকদিগের বৈষম্য নির্ব্বাচিত হইল, উহাদিগের উদ্ভব স্থিতি ও লয়ের সমস্ত তথ্য লিপিবদ্ধ ও প্রচারিত হইতে লাগিল। তাঁহাদের মীমাংসার গুটি কয়েক সিদ্ধান্ত নিম্নে সংগৃহীত হইয়াছে।

২য় মশকমাতা প্রধানতঃ দূষিত জলে ডিম্ব ত্যাগ করে। ঐ ডিম্ব হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট জলে উৎপন্ন হয়। ইহাদিগকে আমরা পানীয় জলে দেখিলে 'জলের পোকা' হইয়াছে বলিয়া থাকি। এই পোকা কিছু দিন বাদে রূপান্তর হইয়া গুটী ও গুটী হইতে মশক দেহ প্রাপ্ত হইয়া জল হইতে উড়িয়া বাতাসে আশ্রয় লয়। [চিত্র দেখ।]

৩য়। জলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থা অতিবাহিত হইলেও উহারা জলের জীব নয়, তাহার প্রমাণ ঐ অবস্থায় উহারা প্রতি মিনিটেই জলের উপরিভাগে আসিয়া শ্বাস প্রশ্বাস লয়। কোন প্রকার আবরণ জলের উপর দিয়া উহাদের এই নিশ্বাস লওয়ার কার্য্য বন্ধ করিলে উহারা মরিয়া যায়।

৪র্থ। পুরুষ মশকেরা লোকালয়ে আসে না। উহাদের রক্ত-মোক্ষণ করিবার যন্ত্র নাই। সুতরাং যত লক্ষ লক্ষ মশা রাত্রে আবাস গৃহে দেখা যায় উহারা সকলেই স্ত্রীমশা। তাহাদের প্রত্যেকেরই দংশন করিবার জন্য একটী বৃহৎ হুল আছে। তুলসীদাস যথার্থই বলিয়াছেন "রাতকা বাঘিনী দিনকা মোহিনী পলক পলক লহু চোষে"।

ম্যালেরিয়া-মশক (এনোফিলিস্)

ম্যালেরিয়া মশার চিত্র।